গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কার শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসংঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৪/১০/২০২১

(মো. আবুল কালাম আজাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৮৯
e-mail: moragovbd@gmail.com

সিস্টেমস এনালিষ্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউ.ও.নোট নং-১৬.০০.০০০০.০২০.১৬.০০১.২৮০ তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২১

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

পৃষ্ঠপোষকতায়: জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: জনাব মো: নূরুল ইসলাম পিএইচ.ডি.
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ-

(১)	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, সংস্থা ও আইন)	-আহবায়ক
(২)	জনাব মো: রবিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব (বাজেট, হিসাব ও অডিট)	-সদস্য
(৩)	জনাব মো. সাখাওয়াৎ হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন)	-সদস্য
(৪)	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার, উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	-সদস্য
(৫)	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম, উপসচিব (সংস্থা ও আইন)	-সদস্য
(৬)	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি)	-সদস্য
(৭)	জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	-সদস্য
(৮)	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, প্রোগ্রামার (আইসিটি)	-সদস্য
(৯)	জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন, উপসচিব (উন্নয়ন)	-সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন: ARISTA PRINTERS, Gausul Azam Market, Katabon, Dhaka-1205.
প্রকাশনায়: সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়।
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২১

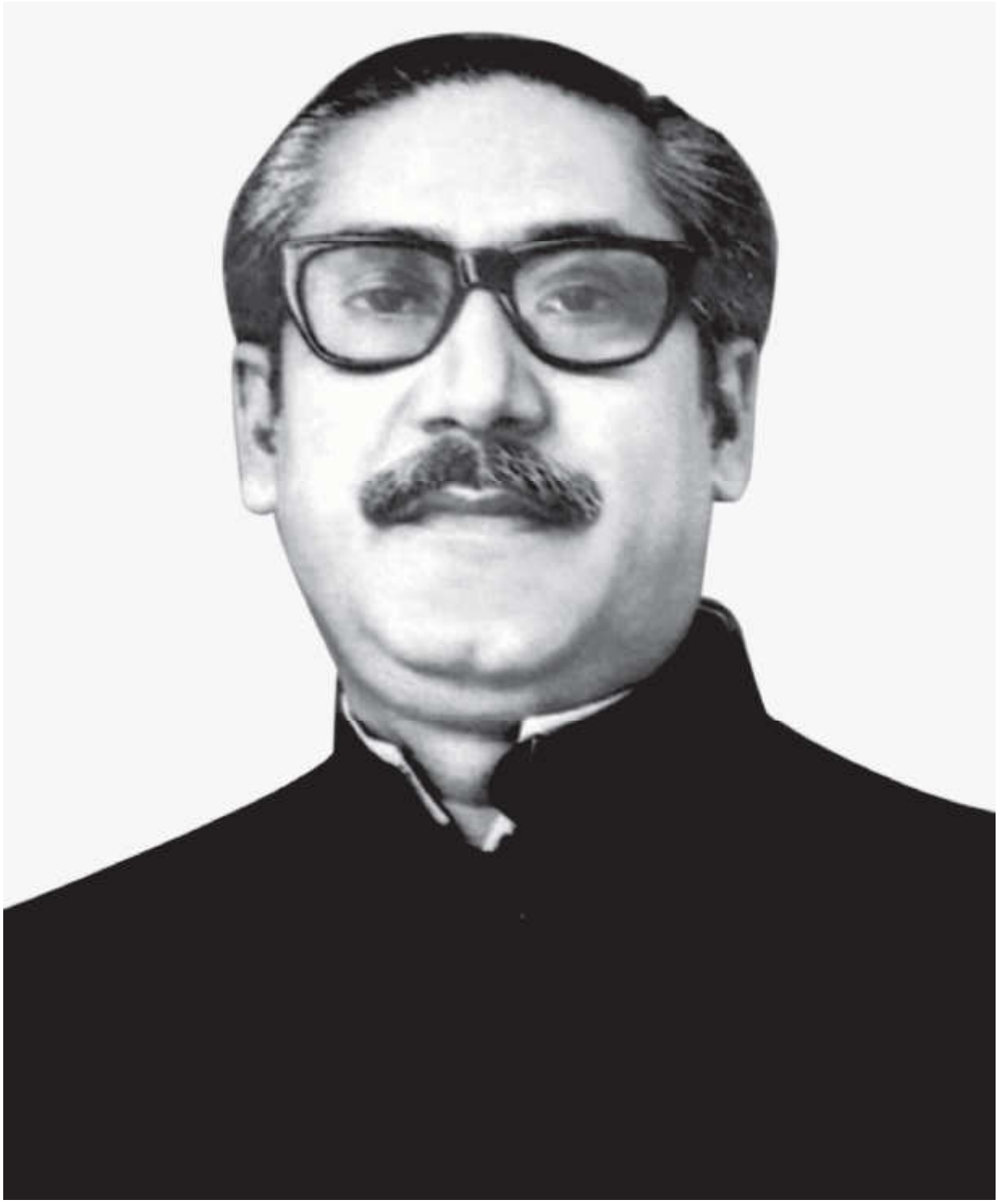

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পাবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক ৮৭২২.০৫ কোটি টাকার প্রকল্প একনেকে ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' এবং ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক দু'টি এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' চলমান আছে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের কল্যাণ সাধনে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ১,২৭,১৯৮ জন হজযাত্রীর হজ্জব্রত পালন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১০ (দশ) বছরে হজযাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত জটিলতা ক্রমান্বয়ে নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে। সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি, আন্তঃধর্মীয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের মানুষের সেবায় যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাল হতে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মের উন্নয়ন এবং একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা; দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত; ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন; ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; আওতাধীন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসন, হজ অফিস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করাই হচ্ছে এ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি গুরত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্থা। এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । বিগত পাঁচ বছরে ধর্মীয় খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমি পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়েছে। করোনা মহামারীর এই সময়ে এসব প্রশিক্ষিত জনবল করোনা মোকাবেলায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নিরসনেও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পালন করে সন্ত্রাস নির্মূলে কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখছে।

গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন । জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো: নূরুল ইসলাম পিএইচ.ডি.)
সচিব

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীর সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৩. ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এর রূপকল্প হল "ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ" এবং অভিলক্ষ্য হল "ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা"। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১২০ টি পদের বিপরীতে ৮৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োজিত আছে।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা । এ সকল দপ্তর/সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করা হয়।

৫. Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July ২০১৪) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২ টি প্রধান কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে । তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, আরটিআই, ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন, বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় আইন আকারে প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে।

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913); Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930); The Waqfs Ordinance, 1962; The Islamic Foundation Act. 1975; The Zakat Fund Ordinance, 1982; The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986, ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬ নম্বর আইন); ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন) আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ১৮৫৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো হল (১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলার একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) (২)মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) (৩)সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকারম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (৪)গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) (৫)হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (৬)ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (৭)বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫ তলা ওয়াকফ ভবনের ঊর্ধ্বমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ (৮)মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধন) (৯)সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১০)ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) (১১) প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (১২)ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)।

৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-ধর্মীয় ও নৈতিকতা ,প্রাথমিকশিক্ষা, কিশোর কিশোরীদের কুরআন-শিক্ষা এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান;শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ-প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারধর্মীয় ,মেরামত/ ,যাপনউৎসব উদ্‌দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াকফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ ফ সম্পত্তি অডিটকরণ এবংওয়াক্ ,ফ চাঁদা আদায়ওয়াক্ ,মোতওয়াল্লী নিয়োগ ,কমিটি গঠন , ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন; যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা; সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান; হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধি; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার;যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে অনুদান প্রদানধর্মীয় উৎসব উদ্ ,মেরামত/ ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি; যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; সার্বিক ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু; সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ; ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১ .ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে-স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবায় ৪০টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং চলমান ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১২ .বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬০ টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয় ও ২৬৭ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়। ১১২৯ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা হয়। ৯,৬৪,৩৫,২৩৪/- (নয় কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁত্রিশ হাজার দুইশত চৌত্রিশ) টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা হয় । ১৬ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ৩১ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১৩. উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল, সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং ঢাকা হজ অফিস, আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা মদিনা যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজীদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং হজকালীন মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজ যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১৪. বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা। ২০২০-২১ অর্থবছরে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বাবদ প্রায় ৩,০০,০০,০০০ টাকা বিতরণ, এছাড়া হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ১৫০০টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৩,৫০,০০,০০০/- টাকা এবং ১২০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে ১,৫০,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০০,০০,০০০/- টাকা দেশের ৮০০০ পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়। কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ

পালন করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় । এছাড়া ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিতের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প চালু করা হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবাইত ও পুরোহিতকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রকল্পটির তৃতীয় ফেইজ গ্রহণ করা হয়েছে ।

১৫. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ - এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ; ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা, খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা গ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা। ৮ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনমূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ২ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ৪৩ জন অসহায় গৃহী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে ‘‘**শুভ প্রবরণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান**’’ সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব যথাযথ ভাবে পালন করা হয়। বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘‘প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা’’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২০২০-২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িসহ মোট জেলায় ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

১৬. ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে ১ টি স্থায়ী আমানত করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন-২০১৯ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল” হতে ১৬,২০,৫০০.০০ টাকার অনুদান প্রদান করা হয় এবং ৫০ টি চার্চকে ২৫ লক্ষ টাকা মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ মাটি ভরাট, কবরস্থানের বাউন্ডারি নির্মাণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ,যথাযথ মর্যাদায় সকল ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় দিবসসমূহ পালন করা হয়।

১৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০ ২১-অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ১৮৫৬,৮৯,৯০,০০০.০০টাকা এবং পরিচালন খাতে ২২০,৭৫,৫৫,০০০.০০টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি.....	০১
	১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি.....	০১
	১.২ রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission).....	০১
	১.৩ জনবল.....	০২-০৩
	১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা.....	০৪
২.	মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি.....	০৪-০৫
৩.	অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি.....	০৫
	৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ.....	০৫
	৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা.....	০৫
	৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখা.....	০৫-০৬
	৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখা.....	০৬
	৩.১.১.৩ সমন্বয় ও সংস্কার শাখা.....	০৭
	৩.১.১.৪ আইসিটি শাখা.....	০৭-০৮
	৩.২ হজ অনুবিভাগ.....	০৮
	৩.২.১ হজ অধিশাখা.....	০৮
	৩.২.১.১ হজ-১, হজ-২ ও ওমরাহ শাখা.....	০৮
	৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ	০৯
	৩.৩.১ অনুদান শাখা.....	০৯-১০
	৩.৩.২ বাজেট শাখা.....	১০-১১
	৩.৩.৩ হিসাব শাখা.....	১১
	৩.৩.৪ অডিট শাখা.....	১২
	৩.৪. সংস্থা অনুবিভাগ	১২

	৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা	১২
	৩.৪.১.১ সংস্থা-১ ও সংস্থা-২ শাখা.....	১৩
	৩.৪.১.২ আইন শাখা.....	১৪
	৩.৫. উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৪
	৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা.....	১৪
	৩.৫.১.১ পরিকল্পনা-১ শাখা.....	১৪-১৫
	৩.৫.১.২ পরিকল্পনা-২ শাখা.....	১৫
৪.	আইন ও অধ্যাদেশ.....	১৫-১৬
৫.	উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি.....	১৭
	৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ.....	১৭-১৮
	৫.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের.....	১৮-১৯
	৫.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ২০টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প	১৯-২২
	৫.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :	২২
	৫.৪.১ ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন''.....	২২-২৩
	৫.৪.২ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	২৩-২৪
	৫.৪.৩ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫র্থ পর্যায়.....	২৪
	৫.৪.৪ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়).....	২৪
	৫.৪.৫ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (২য় পর্যায়).....	২৪
	৫.৪.৬ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	২৪-৩৬
৬.	২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি.....	৩৬-৪৬

৭.	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৪৬-৪৭
৮.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ	৪৭-৪৮
৯.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সিটিজেন/চার্টার.....	৪৮-৬৬
১০.	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ.....	৬৬
	১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন.....	৬৬-১১২
	১০.২ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়.....	১১৩-১২২
	১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা.....	১২২-১২৯
	১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা.....	১২৯-১৩১
	১০.৫ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট.....	১৩২-১৪২
	১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট.....	১৪২-১৫০
	১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট.....	১৫১-১৬০
১১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট.....	১৬১
	১১.১ অনুন্নয়ন.....	১৬১
	১১.২ উন্নয়ন.....	১৬১
১২.	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা.....	১৬২
১৩.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি	১৬২
১৪.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল নম্বর	১৬৩-১৬৪

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তী সময় ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

১.২ রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রুপকল্প (Vision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, আন্ত ধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, আন্ত:ধর্মীয় সংহতি সুসংহত এবং সমঅধিকার ও সহমর্মিতা বিনির্মাণে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথমবারের মত হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় যা হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করেছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্টসমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন প্রতিটি জেলা " শীর্ষক একটি প্রকল্প গত "টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন৫৬০ ও উপজেলায় একটি করে তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে মাননীয় প্র :খ্রি ২০১৭ এপ্রিল ২৫ধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের বিবরণ

ক্রম	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের গ্রেড	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সচিব	গ্রেড-১	১	১	-	
২	অতিরিক্ত সচিব	গ্রেড-২	১	৩	-	২ জন অতিরিক্ত সচিব
৩	যুগ্মসচিব	গ্রেড-৩	৪	৩	১	
৪	উপসচিব	গ্রেড-৫	৮	৬	২	
৫	সিস্টেমস এনালিস্ট	গ্রেড-৫	১	১	-	
৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	গ্রেড-৬/গ্রেড-৯	১৪	৮	৬	
৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	গ্রেড-৬/গ্রেড-৯	২	-	২	
৮	প্রোগ্রামার	গ্রেড-৬	১	১	-	
৯	সহকারী প্রোগ্রামার	গ্রেড-৯	১	১	-	
১০	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	গ্রেড-৯	১	১	-	
১১	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	১	১	-	
	মোট		**৩৫**	**২৪**	**১১**	
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	১৪	১২	২	
১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	১৪	৬	৮	

ক্রম	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের গ্রেড	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১৪	সহকারীহিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	১	১	-	
	মোট		**২৯**	**১৯**	**১০**	
১৫	হিসাবরক্ষক	গ্রেড-১২	১	১	-	
১৬	ক্যাশিয়ার	গ্রেড-১৪	১	১	-	
১৭	কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	৫	২	৩	
১৮	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	১০	৯	১	-
১৯	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	গ্রেড-১৬	১	১	-	-
২০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬	৫	৫	-	-
২১	ফটোকপি অপারেটর	গ্রেড-১৭	১	১	-	-
২২	ক্যাশ সরকার	গ্রেড-১৭	১	১	-	-
	মোট		**২৫**	**২১**	**৪**	
২৩	অফিস সহায়ক	গ্রেড-২০	**৩১**	**২৪**	**৭**	-
		সর্বমোট	**১২০**	**৮৮**	**৩২**	

১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হজ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

২. মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশগ্রহণ;

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন;

৪। ধর্মীয় দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ;

৫। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;

৬। ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলি বিষয়ক সকল বিষয়;

৭। জাতীয় হজ ও উমরাহ নীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৮। ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১১। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;

১২। বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১৩। ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১৪। অন্যান্য দেশের সংগে ধর্মীয় বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতাসহ যাবতীয় কার্যাদি;

১৫। বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলন স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৬। উৎসর্জন বিষয়ক বিষয়াদি;

১৭। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাব-অফিস ও সংস্থাসমুহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য দেশ/বিশ্ব সংস্থার সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

২০। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়;

২১। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়;

২২। কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ের যে-কোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমূহ নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩. অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা

৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি

.

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ/পদ সৃষ্টি/ পদ সংরক্ষণ/পদ বিলুপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি-

  (ক) ১০ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, যোগদান, পদায়ন, বদলি, অব্যাহতি, দাবী-নাদাবী সংক্রান্ত কার্যাবলি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এসি আর, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি) ও অন্যান্য ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

  (খ) ১১ থেকে ও ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান, বদলি, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড (সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেল যে নামেই হোক), অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদান, সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ, এসিআর সংরক্ষণ, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি), পিআরএল ও পেনশনসহ যাবতীয় কার্যাবলি;

  (গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি (গৃহ নির্মান/মোটর সাইকেল অগ্রীম/কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম) এবং সাধারন ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি/চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

  (ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে কোন ব্যক্তিগত আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি;

  (ঙ) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী, বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ এবং প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলি (সরকারি দায়িত্ব পালন/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ উচ্চতর অধ্যয়ন/ব্যক্তিগত কারণে);

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ/মনোনয়ন প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ;
- মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকে পরিচালিত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি হিসাব সমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং আরটিআই/ই-ফাইলিং ও ই-জিপি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
- মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার;
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ/বদলিকৃত ১ম শ্রেণির (ক্যাডার সার্ভিস) কর্মকর্তাগণের যোগদান, পদায়ন, বদলি, অব্যাহতি, দাবী-নাদাবী সংক্রান্ত কার্যাবলি, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাবলি;
- বাংলাদেশ হজ অফিস মক্কা/জেদ্দার কাউন্সেলর (হজ)/কনসাল (হজ)/সহকারী হজ অফিসার (মৌসুমী)/উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগ এবং স্থানীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- হজ অফিস, ঢাকার প্রশাসনিক কর্মকান্ড (পদ সৃষ্টি/আপগ্রেডেশন/নিয়োগ বিধি ইত্যাদি);
- জাতীয় সংসদ ও সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলি-

  (ক) জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

  (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/চাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/রিপোর্ট প্রেরণ;

  (গ) মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি

- মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারি পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন দপ্তর/শাখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিজি প্রেস হতে বিভিন্ন ফরম ছাপানো/স্টেশনারি পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ, স্টোররুমে সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং বিতরণ;
- মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত, সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;

- ব্যবহার অনুপোযোগী আসবাবপত্র/ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ইত্যাদি অকেজো ঘোষনাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ১০, ১১ থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে মন্ত্রনালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরি/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও টেলিফোনের খাত পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিবগণের প্রাধিকারভুক্ত/লাইব্রেরির পত্রিকার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ক্রয়/মেরামত/জ্বালানী বিল পরিশোধ/অকেজো ঘোষণা/অকেজো ঘোষিত যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয় ও অওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয় ও অওতাধীন দপ্তর/সংস্থার যানবাহনের স্টিকার সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ ও অফিস কক্ষসমূহের পূর্ত কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের করিডোরের শোভাবর্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি-
    - (ক) স্ট্যাম্প ক্রয়, ব্যবহার এবং স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ;
    - (খ) চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও তদারকি;
    - (গ) অন্যান্য।
- জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- বিদেশী মিশনারীগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.১.১.৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি

১. জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/চাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ;
৩. মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৪. মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত কাজ;
৫. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৬. বিদেশী মিশনারিগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলি।

৩.১.১.৪ সংস্কার শাখার কার্যাবলী

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ইনোভেশন (Innovation), অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত (GRS) এবং তথ্য অধিকার আইন (RTI) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) এবং ইনোভেশন (Innovation) সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ/মনোনয়ন প্রদান;
৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও প্রেরণ।
৫. ই-ফাইলিং ও ই-জিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার;
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলি।

৩.১.১.৫ আইসিটি শাখার কার্যাবলি

- আইসিটি বিষয়ক পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- আইসিটি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- ওয়েবসাইট তৈরি, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও হালনাগাদকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ইন্টারনেট বিষয়ক সেবা প্রদান;
- ই-হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার সামগ্রীর ট্রাবল-শ্যুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট;
- প্রোগ্রাম প্রণয়ন, ডেটাবেইজ তৈরি ও ব্যবহার;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্প/কর্মসূচির বিষয়ে পরামর্শ/সহায়তা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ই;জিপি সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান-নথি ও ই-
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;
- গ্রহণ ও প্রেরণ ই-মেইল রেজিস্টার, বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং ফেইজবুক
  পেইজ ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি)APA)) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ,GRS), ইনোভেশন (INOVATION) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৩.২ হজ অনুবিভাগ

৩.২.১ হজ অধিশাখা

৩.২.১.১ হজ-১ শাখা, হজ-২ শাখা ও ওমরাহ শাখার কার্যাবলি

- হজ সংশ্লিষ্ট নীতি, প্যাকেজ, নির্দেশিকা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ;
- হজ সংক্রান্ত সকল চুক্তি/MOU সংক্রান্ত কাজ;
- সৌদি আরবে মৌসুমী হজ অফিসার প্রেরণ ও বিভিন্ন টীম প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আইটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- হজযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ঔষধ ও ঔষধ সামগ্রীসহ হজ কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ছাপানো সংক্রান্ত;
- হজ শাখার বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দার যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;
- বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত (হজযাত্রীদের নিকট হতে সংগৃহীত) অর্থের হিসাব/ব্যয়/সৌদি আরব প্রেরণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম;
- হজ শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- হজ শাখা সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ/নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ও যাবতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
- বিভিন্ন হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযুক্ত এজেন্সী কর্তৃক দাখিলকৃত সকল রীট মামলার বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম।

৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ

৩.৩.১ অনুদান শাখার কার্যাবলি

১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক এবং দু:স্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ১০টি খাতের ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ প্রক্রিয়া;

মুসলিম :

(ক) মসজিদের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১)।

(খ) ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনের জন্য আবেদন (ফরম-৪)।

(গ) ঈদগাহ ময়দান/কবরস্থান সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৭)।

হিন্দু :

(ক) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-২)।

(খ) হিন্দু ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৮)।

বৌদ্ধ :

(ক) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৫)।

(খ) বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৯)।

খ্রিস্টান :

(ক) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৬)।

(খ) খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১০)।

বিবিধ :

(ক) দু:স্থ পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৩)।

২. মসজিদ মন্দিরের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারিসহ সকল প্রক্রিয়া;
৩. মাননীয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের কোটায় বর্ণিত ১১টি করে মোট ২২টি খাতে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারিসহ সকল প্রক্রিয়া;
৪. মাননীয় সংসদ সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের ভিত্তিতে বিভাজন/উপযোজন কার্যক্রম প্রক্রিয়া;
৫. দু:স্থ পুনর্বাসন বাবদ অনুদান মঞ্জুরীর লক্ষ্যে অগ্রিম উত্তোলন সমন্বয়করণ সংক্রান্ত কার্যবলি;
৬. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ।

৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
৩. সচিবালয় এবং অধিনস্থ দপ্তর /সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ ;
৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও সকল তথ্য আই-বাস++ এ এন্ট্রি ;
৫. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ;
৬. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ;
৭. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৮. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

৯. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ;
১১. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;
১২. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
১৩. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা ;
১৪. বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন ;
১৫. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ ;
১৬. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ;
১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা ;
১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ নিশ্চিতকরণ ;
১৯. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ;
২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
২১. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা ;
২২. নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) গ্যলন পানির বিলে রেয়াত প্রদান ;
২৩. ওআইসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান International Islamic Fiqah Academy (IIFA) এবং Islamic Solidarity Fund (ISF) এ বাৎসরিক চাঁদা প্রদান ; এবং
২৪. বাজেট প্রণয়ন,বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি

- সকল কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য ভাতাদির বিল প্রস্তুতকরণ ও সি. এ. ও. অফিসে প্রেরণ;
- সৌদি আরবে হজ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন দলের (প্রতিনিধি, প্রশাসনিক, চিকিৎসক, টেকনিক্যাল, সহায়তাকারী ও রাষ্ট্রীয় খরচে হজ) সদস্যদের টিএ/ডিএ বাবদ অগ্রিম প্রদানের বিল প্রস্তুতকরণ ও অগ্রিমের সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিলের আর্থিক জিও জারী, বিল প্রস্তুত করে সি. এ. ও. অফিসে প্রেরণ ও সমন্বয়;

- অনুদানের চেক ইস্যু ও প্রেরণ,অনুদানের ব্যাংক হিসাবের (দুঃস্থ মুসলিম ও হিন্দু) ক্যাশ বই সংরক্ষণ ও অনুদানের বিল প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ, অবসর ভাতা ও আনুতোষিক, সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়, সরকারী কর্মচারীদের জন্য ঋন ও অগ্রিম প্রদানের বিল প্রস্তুতকরণ এবং সি.এ. ও. অফিসে প্রেরণ;
- হজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে ভ্রমণের বিল প্রস্তুতকরণ ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের বাহিরে হজ বাবদ আয় ও ব্যয়ের ক্যাশ বই সংরক্ষণ;
- বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা/মদিনার কাউন্সিলর (হজ), কনসাল (হজ) ও মৌসুমী হজ অফিসারদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিট টিম গঠন, প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- নন গেজেটেড কর্মচারীদের ছুটির হিসাব ও বেতন নির্ধারণী প্রস্তুত;
- সচিবালয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণ;
- ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- সি.এ.ও অফিসের সাথে মন্ত্রণালয়ের মাসিক হিসাবের সংগতি সাধন;
- বাজেট ব্যয় পরিকল্পনা প্রনয়ন;
- হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজ।

৩.৩.৪ অডিট শাখার কার্যাবলি

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রাপ্তির পর সভা আহবান এবং কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ ।
২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখাসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট করণ ।
৩. দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ/ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
৪. বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
৫. অডিট সেল গঠন সংক্রান্ত ।
৬. অডিট ও দেবোত্তর শাখার বিবিধ বিষয়।

৩.৪ সংস্থা অনুবিভাগ

৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা

৩.৪.১ সংস্থা-১ শাখার কার্যাবলি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যাকাত বোর্ড, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যান ট্রাস্ট, ইসলামিক মিশনের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন মঞ্জুর ও অর্থ অবমুক্তি।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গর্ভনস গঠন।

৩. যাকাত বোর্ড গঠন, ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।

৪. ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে তদোর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত।

৫. সৌদি আরব বাংলাদেশ যৌথ কমিশন সংক্রান্ত।

৬. ধর্মীয় পর্বের ছুটি তালিকা।

৭. বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেট সংক্রান্ত।

৮. চাঁদ দেখা সম্পর্কিত কার্যাবলী।

৯. সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

১০. সুমলিম বিশ্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যবলী।

১১. আন্তর্জাতিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতা।

১২. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলী।

১৩. বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে মতামত প্রদান।

১৪. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থাসমুহের সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।

১৫. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভাজন ও অবমুক্তি।

১৬. হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টাণ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন।

১৭. দূর্গা পূজা উদযাপনে প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুর প্রসংগে।

১৮. হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টাণ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্ধকৃত অর্থ বিভাজন ও ছাড় করন সংক্রান্ত।

১৯. বৌদ্ধ পূর্নিমা উদযাপন ও বৌদ্ধ পূর্নিমা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর ।

২০. কঠিন বিৎদান উৎসব ও প্রবাবনা উৎসাব উদযাপন এবং এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুর।

২১. খ্রিস্টান ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে বৈদেশিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ।

২২. শুভ বড় দিন উদযাপন ও শুভ বড় দিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান ও কল্যান তহবিল হতে অর্থ অনুমোদন মঞ্জুর।

২৩. শারদীয় দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান ও কল্যান তহবিল হতে অর্থ অনুমোদন মঞ্জুর।

৩.৪.২ সংস্থা-২ শাখার কার্যাবলি

১. রাজস্ব খাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং এর আওতাধীন সকল পদ সৃজন শূন্য পদে নিয়োগ অর্গানোগ্রাম অনুমোদন।

২. হালাল সনদ সংক্রান্ত।

৩. আন্দর কিল্লা শাহী মসজিদ সকল কার্যাবলী।

৪. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যলয়ের পদ সৃজন প্রদান ও প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত।

৫. বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেট সংক্রান্ত এবং ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিবিধ কার্যবলী।

৬. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পদ সৃজন নিয়োগ, অর্গানোগ্রাম অনুমোদন সংক্রান্ত।

৭. দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৮. জামিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৯. বিদেশ হতে মূর্তি আনয়ন ও বিদেশে মূর্তি প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১০. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১১. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিবিধ বিভিন্ন কার্যবলী।

৩.৪.৩ আইন শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসংস্থার/ প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন;
৩. এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ;
৪. আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;
৫. আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি;
৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার বিদ্যমান/অর্ডিন্যান্স আইনে রুপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলি।

৩.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা

৩.৫.১.১ পরিকল্পনা- ১ শাখার কার্যাবলি

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের অননুমোদিত নতুন/সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;
- যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়া করণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
- অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়নকর্মসূচি সংক্রান্ত;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মসজিদ/বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসন শাখা কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণের বাজেট শাখা-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্য সম্পাদন;
- বিভিন্ন কর্মসূচি অনুমোদন;
- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-২ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি কর্তৃক চাহিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের SDG সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.৫.১.২ পরিকল্পনা- ২ শাখার কার্যাবলি

- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত নতুন/সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভাআহবান;
- যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
- অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মহান জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলির প্রশ্নোত্তর প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;
- মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা আহবান, সভার কর্মপত্র প্রণয়ন, সভার কার্যাবিবরণী প্রণয়ন ও জারি;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত;
- উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ প্রদান এবং এনইসি/একনেক সম্পর্কিত সকল কাজ;
- প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;
- প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।

৪। আইন ও অধ্যাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য আইন/অধ্যাদেশ নিম্নরূপ:

- The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
- Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
- The Waqfs Ordinance, 1962;
- The Islamic Foundation Act. 1975;
- The Zakat Fund Ordinence, 1982;
- The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986;
- The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৬নং আইন);
- ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন)।

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ ডাউন লোড করতে পারবে।

Islamic Foundation (Amendment) Act 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সালের ১০ নং আইন।

৫. ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ১৮.৫৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ২০২০২-২০১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
১.	প্রতিটি জেলা ও উপজেলার একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	এপ্রিল/২০১৭ - জুন/২০২১	১০১৫৬৪.০০
২.	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্প	জানুয়ারি/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৪	৬৪৪৫৯.০০
৩.	সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকারম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	ডিসেম্বর/২০১৭-জুন/২০২২	২৯৮৮.০০
৪.	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই/২০১৭ – জুন/২০২২	৭৩৭.০০
৫.	হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রকল্প	জুলাই/২০১৯-জুন/২০২২	৩৮৭.০০
৬.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প	জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩	৫০০.০০
	বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয় (নিজস্ব অর্থায়ন)		
৭.	বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫ তলা ওয়াকফ ভবনের ঊর্ধ্বমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০	১৩২৮.০০
	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট		
৮.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধন)	জুলাই/২০১৭ - জুন/২০২১	৬৫০২.০০

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
০৯.	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প	মার্চ/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১	৭৫০০.০০
১০.	ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩	২০০.০০
	বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট		
১১.	প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২১	৩৫১.০০
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
১২.	ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই/২০১৮-জুন/২০২২	৩০০.০০

৫.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১.	শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, ঢাকা এর সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচি	জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২১	১৫০.০০
২.	শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গাড়ী পার্কিংসহ একটি বহুমুখী সেবাকেন্দ্র নির্মাণ কর্মসূচি	জানুয়ারি/২০২১ জুন/২০২৩	৫১.৯০
৩.	লালাবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পুনঃনির্মাণ কর্মসূচি	মার্চ/২০২১-জুন/২০২২	৫০.০০

৫.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ২০টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে:

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০১.	৭টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র (বরিশাল, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাগুরা, কুষ্টিয়া, শেরপুর এবং বান্দরবান) স্থাপন এবং পার্বত্য জেলায় মিশন সাব-সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	জমি সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিতপূর্বক ভুল সংশোধন করে ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
	০২.	আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ পূণ:নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	EOI ও TOR অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নকল্পে EOI -তে অংশগ্রহণকারী পরামর্শকদের প্রস্তাব ও মডেল বাছাই এর নিমিত্ত ১৯ মে ২০২০ তারিখে একটি জুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
	০৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ও আরবি ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/২০১৯-জুন/২০২২)	অর্থ বিভাগে প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
	০৪.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯-জুন/২০২২)	প্রকল্পটি জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে।
	০৫.	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (এপ্রিল/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পটি জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে।
	০৬.	কুমিল্লা (মডেল) ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প	অর্থ বিভাগে প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
		(জুলাই/২০১৯-জুন/২০২২)	কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	০৭.	জলঢাকা, নীলফামারী ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	০৮.	বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মিনার নির্মাণ, অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	০৯.	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মসজিদ, কবরস্থান, ঈদগাহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
	১০.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	অর্থ বিভাগে প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	১১.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৪)	প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে।
	১২.	জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	১৩.	টিপু সুলতান রোডে মডেল হিফজখানা স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
	১৪.	বাংলাদেশের সকল উপজেলায় ইসলামিক মিশনের সেবা কার্যক্রম ইবতেদায়ী শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা এবং দারিদ্র-বিমোচন কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	১৫.	প্রতি উপজেলায় ২টি করে মোট ১০১০টি দারুল আরকাম মাদ্রাসা স্থাপন (জানুয়ারি/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১৬.	ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ-২য় পর্যায় (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে।
	১৭.	মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন ও হিন্দুধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১৮.	লুম্বিনী কনজারভেশন এলাকায় প্যাগোডা ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২২)	অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	১৯.	প্যাগোডা ভিত্তিক মডেল পাঠাগার ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	২০.	প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ প্যাগোডা মেরামত ও সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

৫.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :
৫.৪.১ ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন'' প্রকল্প:

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

এ পর্যন্ত ৫১৯টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৫১৪টি মসজিদের জন্য NOA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৪২৩টি মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ৫০টির কাজ সম্পন্ন হওয়ায় গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় নির্মাণাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি মডেল মজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। উক্ত মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ সারা দেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৫.৪.২ **''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' প্রকল্প**
এর অন্যতম গুরুত্বপূ-ফাউন্ডেশন প্রকল্প ইসলামিক ''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' একটি বৃহৎ প্রকল্প। জানুয়ারি/১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে ৭ম পর্যায়ে চলমান রয়েছে। বর্তমানে "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শীক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১০ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রথমিক শিক্ষাস্তরে ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ৪৯ লক্ষ ৪৯ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও

নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।২০৫০শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য সারাদেশে

গত ৩০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদনকালে প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে ''বাংলাদেশের যেসকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যারা দেশে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং নদী-ভাঙ্গন এলাকাসমূহের মধ্যে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চল/এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ২টি করে মোট ১০১০ টি ''এবতেদায়ী মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়''-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শীর্ষক টাস্কফোর্স-এর ১৮-০৩-২০১৫ খ্রি. তারিখের প্রথম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের কুরআন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আরবি ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় আররি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম/(৬ষ্ঠ পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে আররি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর নির্দেশনা বাস্তবায়নে তিনটি পুস্তক মুদ্রণের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৭)ম পর্যায়-২০২০প্রকল্পের আওতায় (২১ শিক্ষাবর্ষে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক১ ,৫ লক্ষ ৪৭ হাজার শিক্ষার্থীকে পবিত্র সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ২০০ হাজার ১৯ জন নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে অক্ষরজ্ঞান দানসহ নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫৫০টি উপজেলা / ৫৫০জোনে টি মডেল ও ১ হাজার ৫০টি রিসোর্স সেন্টারের৫০হাজার ২টি সাধারণ রির্সোস সেন্টার মোট ০ মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

৫.৪.৩ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় প্রকল্প

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটির ভূমিকা অনন্য। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে গত জুন ২০২১ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি নতুনভাবে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৫.৪.৪ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

শুরু জুলাই ২০২০ খ্রি .খ্রি ২০২৩এবং সমাপ্তি জুন .প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৯৯.৫৭লক্ষটাকা নির্ধারন করে গত ২৯টি আঞ্চলিক ১৮প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারির মাধ্যমে এই ২০২০.১১. /জন পুরোহিত ২১৬,৪১কার্যালয়ের মাধ্যমে সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির জনবল নিয়োগের কাজ চলছে।

৫.৪.৫ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প''বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে এক বছর বৃদ্ধি করা হয় যা চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৩০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

এ প্রকল্পের শিক্ষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে শিশুর সার্বিক বিকাশে প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এর উপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছে।

৫.৪.৬ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের পটভূমি এবং অন্যান্য তথ্য :**

বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠির মানুষের সমন্বয়ে বৈচিত্রময় এক শান্তি প্রিয় দেশ। দেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন, বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে প্রতিপালনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের মানুষ ধর্মভীরু বা ধর্মের প্রতি সংবেদনশীল। জনগণের ধর্মের প্রতি এই আবেগ-অনুভূতিকে ব্যবহার করেদেশি-বিদেশী অপশক্তির মদদে গোষ্ঠীবিশেষ দেশকে নিয়ে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিপথে পরিচালিত করছে, যা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কারের পরিপন্থী।

প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান এমপি (কক্সবাজার, ৪/৩/ ২০২১)

মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কট্টরপন্থী কিংবা বিপথগামী কতিপয় মুসলমান ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআন হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে শান্তির ধর্ম পবিত্র ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। তাছাড়া, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতাকে তারা উস্কে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে তারা তরুণ ও যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে উগ্রবাদী মন্তব্য এবং মতবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিশেষ গোষ্ঠী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ কোনো মানুষ ধর্ম সম্পর্কিত কোন কিছু সার্চ করলেই তাদের দেয়া সরকার বিরোধী অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা, বক্তৃতার অংশ, ওয়াজ ও অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভিডিও ক্লিপগুলো চলে আসে, যা জনগণের কাছে ভুল বার্তা প্রদান করে। অতীত "রামুর মন্দিরে হামলা" থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায়, "শান্তিতে সম্প্রীতিতে অনন্য বাংলাদেশ" এই শ্লোগানে আলোচ্য প্রকল্পটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনকারীদের একাংশ (রাঙামাটি, ৬/৩/২০২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম নিরপেক্ষতার মহান আদর্শের আলোকে তাঁর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি উন্নততর হয়েছে মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবার মান। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যাবস্থাপনাতে স্বয়ংক্রিয়তার ছোঁয়া লেগেছে ।

অনলাইন কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব নূরুল ইসলাম পি এইচ ডি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়া, ধর্মীয় উপাসনালয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যাবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাকে আধুনিকীকরণসহ সারা দেশে ধর্মীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা ও মেরামতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে । এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের দর্শন এবং তাঁর নিজ স্লোগান-'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় সচেতনতামূলক সমাজ গঠন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাঙামাটিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সূচনা বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক আবদুল্লা-আল-শাহীন

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ❖ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার প্রতিরোধ;

- ❖ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি;

- ❖ জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা তৈরি;
- ❖ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল এবং সামাজিক বৈষম্য নিরসন করা;
- ❖ প্রতিটি ধর্মের রীতিনীতির আলোকে সকলকে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রীতি সৃষ্টি করা;
- ❖ দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সচিত্রে তুলে ধরা;যেমনঃ হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের উন্নয়নের , ভূমিকা এবং সর্বোপরি জনগণের সামাজিক ও ধার্মিক উন্নয়নের সচিত্র তুলে ধরা ;
- ❖ বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট ডেভলপমেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সহজেই ধর্মীয় অনুশাসনগুলো উপস্থাপন করাএবংসর্বস্তরের মানুষের কাছে সহজেই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ধর্মীয় তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া।

বক্তব্য রাখছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদয়ী স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল

৩। প্রকল্পের কার্যাবলী:

ক) প্রচার ও বিজ্ঞাপণ (রেডিও, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, মাইকিং, লোকাল ক্যাবল অপারেটর, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যানার, ভিডিও এড, এসএমএস, আইভিআর):
খ) কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট (লেখা, প্রামান্যচিত্র, প্রতিবেদন, টকশো);
গ) সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (ধর্ম বিষয়ক এন্ড্রায়েড ও আইওএস অ্যাপস);
ঘ) সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট (ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটার);
ঙ) ডিজিটাল মার্কেটিং (লাইভ স্ট্রিমিং, কন্টেন্ট প্রমোশন, ক্যাম্পেইন এনগেজমেন্ট, কুয়েরি ম্যানেজমেন্ট);
চ) পিআর কার্যক্রম (ইনফ্লুয়েন্সার ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন/অফলাইন পিআর);
ছ) এক্টিভেশন/ইভেন্ট (সার্ভিস বুথ, ইনডোর/আউটডোর ইভেন্ট);
জ) প্রশিক্ষণ;
ঝ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ;

অংশগ্রহণকারীদের দলীয় আলোচনা

৪। এক নজরে প্রকল্প:

ক।	প্রকল্পের শিরোনাম	:	ধর্মীয়সম্প্রীতি ও সচেতনতাবৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)
খ।	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	মূল: জুলাই ২০১৮ হতেজুন ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
গ।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মূল: ৪৬৭৮.০০ লক্ষটাকা সংশোধিত : ৪৯৯৫.৬০ লক্ষটাকা
ঘ।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	সম্পূর্ণ জিওবি
ঙ।	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
চ।	জুন, ২০২১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (আর্থিক)	:	২৮২.৯৮লক্ষ টাকা (৫.৬৬%)
ছ।	জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ভৌত)	:	২৮.৩৫%

৫। ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:

অনলাইন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্য শুনছেন মাননীয় ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফরিদুহক খান এমপি

ক (১): কর্মশালা (অনলাইনে অনুষ্ঠিত)

ক্রম	তারিখ	কর্মশালার জেলা	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	২৩ ডিসেম্বর ২০২০	গোপালগঞ্জ	বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবশালী ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	৭৮
০২	০৭ জানুয়ারি ২০২১	দিনাজপুর	ঐ	৮১
০৩	১১ জানুয়ারি ২০২১	রংপুর	ঐ	৬৮
০৪	১৪ জানুয়ারি ২০২১	মানিকগঞ্জ	ঐ	৮৩
০৫	২১ জানুয়ারি ২০২১	মুন্সিগঞ্জ	ঐ	৯৭
০৬	৩১ জানুয়ারি ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ঐ	৯৩
০৭	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ভোলা	ঐ	৯৬
০৮	২৪ আগস্ট ২০২১	সুনামগঞ্জ	ঐ	৯৮
০৯	২৬ আগস্ট ২০২১	ময়মনসিংহ	ঐ	৯৭
মোট কর্মশালা		**৯ টি**		**৭৯১**

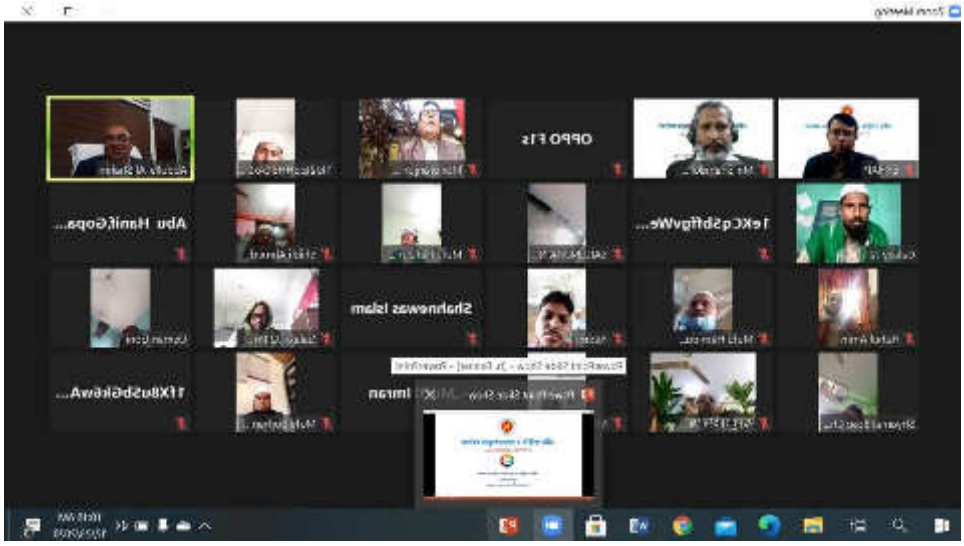

অনলাইন কর্মশালা চলছে

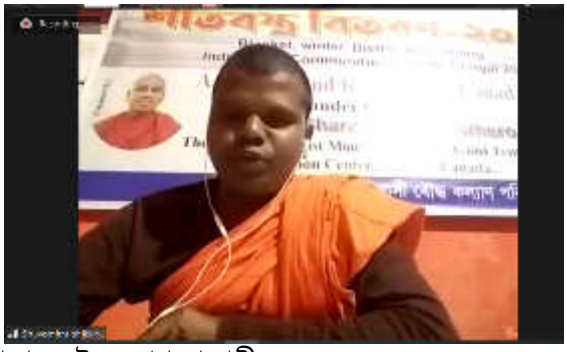

বক্তব্য রাখছেন অনলাইন কর্মশালার দুই অংশগ্রহণকারী

ক (২): প্রশিক্ষণ (সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত)

ক্রম	তারিখ	প্রশিক্ষণের জেলা	অংশগ্রহনকারী	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১	৮ মার্চ ২০২১	কক্সবাজার	বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবশালী ও সামাজিক নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	১০০
০২	৬ মার্চ ২০২১	বান্দরবান	ঐ	৯৮
০৩	৭ মার্চ ২০২১	রাঙামাটি	ঐ	১০০
০৪	৮ মার্চ ২০২১	খাগড়াছড়ি	ঐ	১০০
	মোট প্রশিক্ষণ	৪ টি		৩৯৮

খ। প্রচার প্রচারণা সামগ্রী:

ক্রম	প্রচার সামগ্রী	বার্তা	সংখ্যা	বিরতরণকৃত জেলা
১.	পোস্টার	১.(ক) 'মুজিব বর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক' (খ) ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২.(ক) 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সম্প্রীতিময় দেশ গড়ার' (খ) 'ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই' -সুরাবাকারাহ, আয়াত: ২৫৬ ৩.(ক) 'মুজিববর্ষে শপথ করি সম্প্রীতিময় দেশ গড়ি' (খ) 'বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষরাষ্ট্র; ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়' -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৫০০০ (পাঁচহাজার)	কক্সবাজার, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহ
২.	ফেস্টুন	মুজিববর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা সংবলিত	১০০ (একশত)	কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি
৩.	স্টিকার	১. 'মুজিব বর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক' ২.(ক) 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সম্প্রীতিময় দেশ গড়ার' (খ) 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক' ৩. 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক	১০,০০০ (দশহাজার)	গোপালগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ভোলা, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি

		জঙ্গী-সন্ত্রাস নিপাত যাক’ ৪. (ক) ‘মুজিব বর্ষে শপথ করি সম্প্রীতিময় দেশ গড়ি’ (খ) ‘মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক’		
৪.	ফোল্ডার	মুজিব বর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতিমূলক শ্লোগান সংবলিত	১০০০ (একহাজার)	গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ভোলা, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ
৫.	ব্যাগ	মুজিববর্ষের লোগো ও ধর্মীয়সম্প্রীতির বার্তা সংবলিত	৫০০ (পাঁচশত)	কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও ভোলা
৬.	প্যাড ও কলম	মুজিববর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা সংবলিত	১৫০০+ ১৫০০ (তিনহাজার)	গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ভোলা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি
৭.	প্রশিক্ষনসনদ	প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষন সনদ বিতরণ	৪০০ (চারশত)	কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি

সনদপত্রব্যাগ

পোস্টার স্টিকারপ্যাড ও কলম ফোল্ডার

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দেয়ালে ঝোলানো ফেস্টুন

৬। বছরভিত্তিক ব্যয় বিবরনী:

অর্থবছর	অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ	অর্থছাড়	প্রকৃতব্যয়
২০১৬-১৭	--	--	--
২০১৭-১৮	--	--	--
২০১৮-১৯	৬১২.০০	৬০০.৭৫	৬১.৬৪
২০১৯-২০	২২৭৪.০০	৫৬৮.০০	৬৪.৮২
২০২০-২১	২৪৫০.০০	৩০০.০০	১৫৭.৪৮
	সর্বমোট		২৮৩.৯৪ (৫.৬৮%)

৭. বাস্তবায়িতব্য কার্যাবলি:

নানা কারণে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এই অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার পাশাপাশি শিক্ষার অভাবের সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অপচেষ্টায় লিপ্ত। ফলে নানা সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। যার ফলে জানমালের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি দেশের ভাব মূর্তিও নষ্ট হচ্ছে। এসব অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং ধর্মীয় জঙ্গিবাদ রুখতে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি ব্যাপক সচতেনতামূলক প্রচার-প্রচারণা প্রয়োজন। 'ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প' এর আওতায় সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালানোর লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে।

১. বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া প্রডাকশন তৈরি এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের জন্য একটি মিডিয়া ও একটি আইটি ফার্ম নিয়োগ। যারা নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করবে।

ক. ধর্মীয়সম্প্রীতি বৃদ্ধিকরণ ও সচেতনতামূলক TVC/ RDC তৈরি এবং প্রচার।

খ.ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরে বিভিন্ন অডিও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি এবং প্রচার।

গ.ধর্মীয়সম্প্রীতি ও সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে নাটক, ধারাবাহিক নাটক, ওয়েবড্রামা/সিরিজ, মিউজিকভিডিও, টকশো, ডকুমেন্টারি নির্মান ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার।

ঘ. রেডিওর জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রচার এবংRJ endorsement

ঙ.ফেসবুক ও ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্যসচেতনতামূলক শর্টভিডিও নির্মাণ ও প্রচার।

চ.ধর্মীয়সম্প্রীতির গুরুত্ব ও করনীয় তুলে ধরে দেশি-বিদেশী গণমাধ্যমে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ।

ছ. নিউজলেটার, লিফলেট, পোস্টার, সংবাদপত্রের জন্য বিজ্ঞাপন ডিজাইন ও ছাপানো।

জ. রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে সচতেনতামূলক বার্তা/বিজ্ঞাপন সংবলিত ডিজিটাল বিল বোর্ড স্থাপন।

ছ. কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নলেজশেয়ারিং ওয়ার্কশপের আয়োজন।

সব প্রোডাকশনই বাংলা ভাষায় নির্মাণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি সাবটাইটেল থাকবে।

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় জঙ্গি বাদ হতে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে এসব কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

বর্তমান মেয়াদ অনুযায়ী জুন ২০২২ সালে প্রকল্প শেষ হবে। তবে করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘদিন সব সরকারী কার্যালয় বন্ধ থাকায় প্রকল্পের কাজের গতি কমে যায়। অন্য দিকে ফার্ম নিয়োগের পর কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেড় বছর সময় দিয়ে চুক্তি করার কথা বলা হয়েছে। যা বর্তমান মেয়াদে সম্ভবনয়। একইসঙ্গে সারাদেশে সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ/ কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ অন্তত: জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬। ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

হজ শাখা

১। হজ

হজ ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ২০১৬ সাল হতে ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। এর ফলে হজ কার্যক্রম সহজ ও উন্নততর হয়েছে। যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

১.১ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১:

দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এর মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল । পরবর্তীতে হজ ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিগত সময়ের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক হজ ব্যবস্থাপনাকে ত্রুটিমুক্ত করে হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ করে গত ২৪.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে গেজেট আকারে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ প্রকাশ করা হয়; যা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.২ হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটটি হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন। অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মোয়াচ্ছাছা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে।

- হজযাত্রী ও হজ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিস, সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান।
- ঢাকা হজ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ওয়েব-বেইজড হজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার।
- অনলাইনে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি এবং সংরক্ষণ।
- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট সফটওয়্যার,বারকোড ট্র্যাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরি ও ব্যবহার।
- হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ এজেন্সিসমূহকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ।
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে বিমান যাত্রার তারিখ সম্পার্কিত তথ্য, মোয়াল্লেম নম্বর, সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সৌদি আরবে আবাসনের তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিনা ও মিনার ম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ।
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান।
- হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও ভিডিও চিত্র ধারণ ও প্রচার।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট তৈরি এবং হজযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্নীয় স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্নীয় স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান।
- ঢাকা ও জেদ্দা বিমানবন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ডাটাবেইজ মার্জ ও ফটোসার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজেন্সি/আবাসন সংক্রান্ত তথ্য কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজযাত্রীকে সরবরাহ।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন হজযাত্রীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।
- বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করা। হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় সম্পন্ন করা যায়। তাছাড়া হজযাত্রী নিজে তার gmail account খুলে প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন।
- প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম বছরব্যাপী চলমান থাকায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন এবং প্রাক-নিবন্ধনের পরে প্রথম বছরে হজে গমন না করলে পরবর্তী বছরে হজে গমনের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হন।

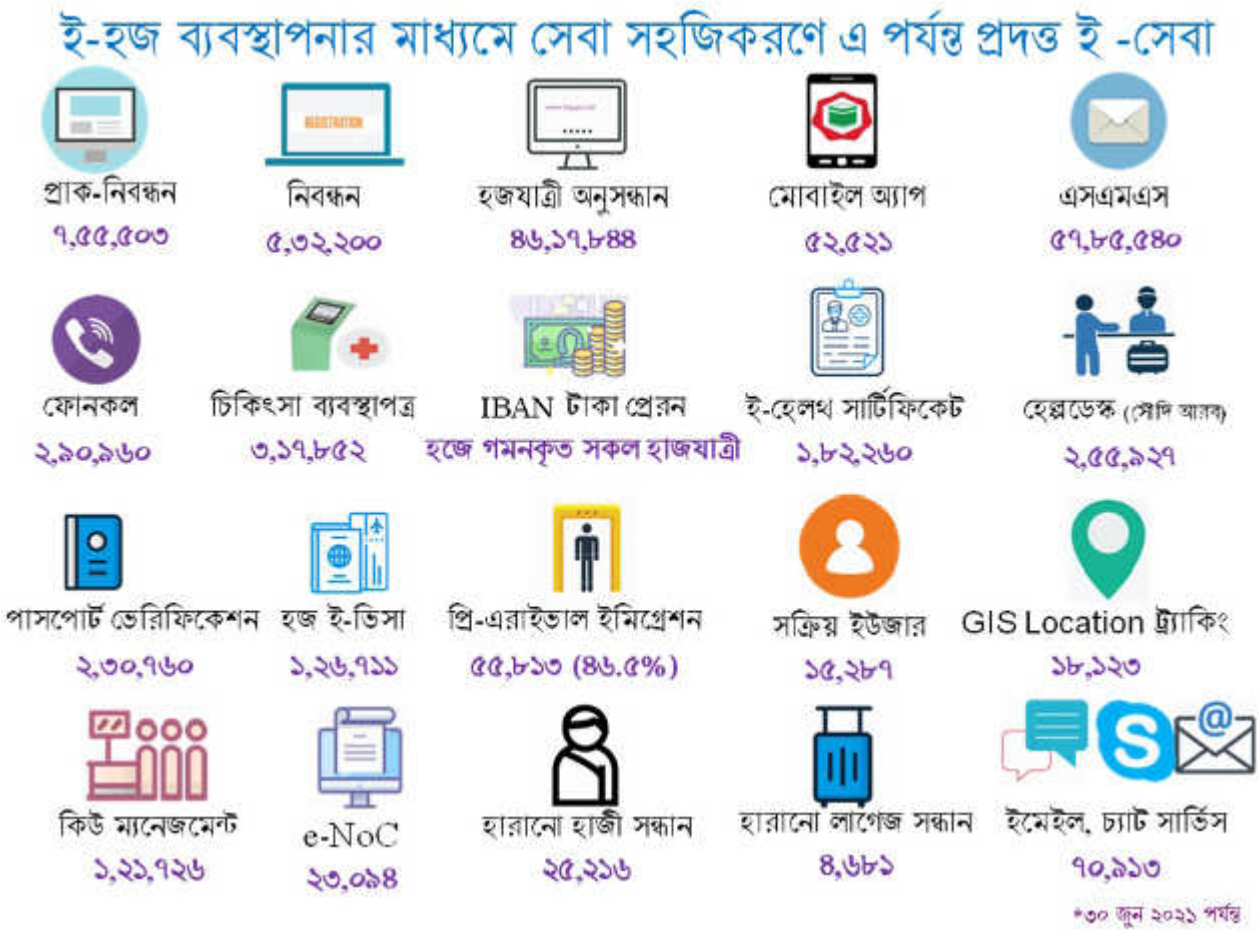

সেবা সহজকিরণের তালিকা-		
ক্রম	**সেবার নাম**	**সহজিকরণের বিবরণ**
১.	হজযাত্রীদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ	প্রতি বছর হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজপূর্ব ৬টি SMS প্রেরণ করে বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ তাদেরকে অবহিত করা হয়।
২.	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট প্রক্রিয়ায় কিউ (Queue) ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।
৩.	হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবায় কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল ও দ্রুত করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

৪.	হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter সরাসরি হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম হতে প্রিন্ট করে প্রেরণ/প্রদান করা হয়ে থাকে।
৫.	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration)	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration) এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজ হয়েছে।
৬.	পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে আন্তসংযোগ (Integration) স্থাপন	হজযাত্রীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং ভিসা প্রক্রিয়ায় জটিলতা নিরসনে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে আন্তসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে
৭.	হজযাত্রীদের তথ্য সেবায় ডিসপ্লে মনিটর/ডিসপ্লে কিওস্ক	হজযাত্রীদের তথ্য সেবা ও হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে হজ অফিস, ঢাকায় ডিসপ্লে মনিটর/ ডিসপ্লে কিওস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
৮.	হজ নির্দেশিকা সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল)	হজযাত্রীদের জন্য হজ নির্দেশিকা, করণীয় ও বর্জনীয় ইত্যাদি সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল) চালু করার কারণে হজযাত্রীদের হজে গমনের পূর্বে এখন ঘরে বসেই প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন।
৯.	হজ বিষয়ক কল সেন্টার	হজ বিষয়ক কল সেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হাজযাত্রী ছাড়াও দেশে-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক সর্বশেষ তথ্যাদি সহজে পাচ্ছেন এছাড়া নাগরিক সেবা বিষয়ক হটলাইন: ৩৩৩ এর মাধ্যমে হজ বিষয়ক তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
১০.	প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন	২০১৯ সালে সর্বপ্রথম Route to Makkah এর আওতায় সৌদি আরবের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের পূর্বে যেখানে ৭-৮ ঘণ্টা জেদ্দা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে উল্লেখিত সিস্টেমের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম ছাড়াই হজযাত্রীগণ ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সেবা ভবিষ্যতেও চালু রাখা হবে।

১.৩ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল :

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দ্যেশে গমন করতে পারেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৪ বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি:

বেসরকারি এজেন্সিগুলো হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ ও সরকার ঘোষিত হজপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজযাত্রী সংগ্রহ, মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়াসহ হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের হজ প্রশাসনিক দল বেসরকারি ব্যাবস্থাপনা আগত হাজীদের সেবা ও সুযোগ সুবিধার বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করে। বেসরকারি এজেন্সিসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য HAAB দায়িত্ব পালন করে থাকে। হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ অফিসে HAAB এর আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

১.৫ হাজীগণের আবাসন ব্যবস্থা:

সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত/হজ প্যাকেজে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া করা হচ্ছে। হজ ব্যবস্থাপনা উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হজ হজযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা হোটেল/বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর হোটেল/বাড়ি ভাড়া না করে কমিটি কর্তৃক প্যাকেজ-১ এর জন্য মক্কায় হারাম শরিফের কাছাকাছি এবং প্যাকেজ-২ এর জন্য ন্যুনতম দূরত্বে ও মদিনায় মারকাজিয়ায় সমতল এলাকায় সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন হোটেল/বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

১.৬ রেকর্ড সংখ্যক হজযাত্রী:

বিগত সময়ে হজযাত্রীর সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় হজযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালে হজযাত্রী ছিল ৪৮,৭৬৩ জন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ২০০৯ সালে উক্ত সংখ্যা ৫৮,২২০ জনে দাড়ায়। বর্তমান সরকারের সহিত সৌদি সরকারের সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে ২০১৯ সালে ১,২৬,৯২৩ জন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করেন। এছাড়া ২০২০ সালে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের দ্বি-পাক্ষিক হজচুক্তি অনুযায়ী ১৩৭১৯৮জনের কোটা পাওয়া যায়। কিন্ত মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বর্হিবিশ্ব হতে কোন হজযাত্রী হজ করার অনুমতি পায়নি। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত হজযাত্রী সংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নের গ্রাফে তুলে ধরা হলো:

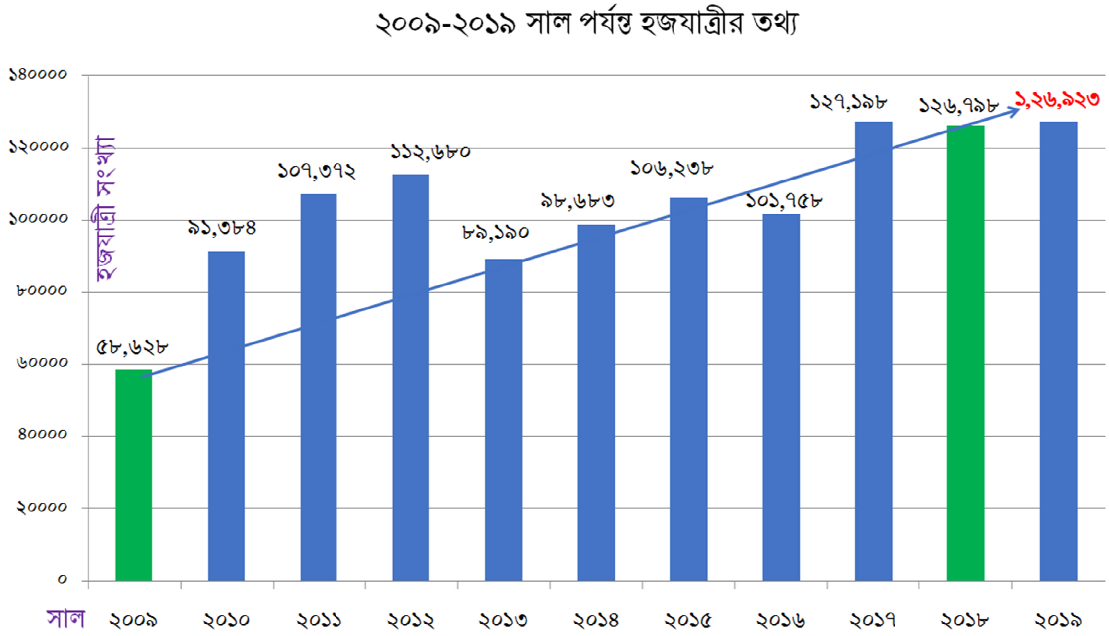

১.৭ হাজীগণের স্বাস্থ্য সেবা:

সকল হজযাত্রীকে ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত করে ই-হেলথ সনদ প্রদান হচ্ছে। ২০১৯ সালে ১,২১,৭৯৬ জন হজযাত্রীকে চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। সকল হজযাত্রীর ইলেক্ট্রোনিক হেলথ প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। মক্কা ক্লিনিকে কিউ ম্যানেজমেন্ট করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সৌদি হাসপাতালগুলোতে অসুস্থ্য হাজীদের জন্য সার্বক্ষণিক দোভাষী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। অসচ্ছল অসুস্থ্য হজযাত্রীকে দেশে প্রত্যাবর্তনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বছরভিত্তিক চিকিৎসা নেয়ার তথ্যচিত্র

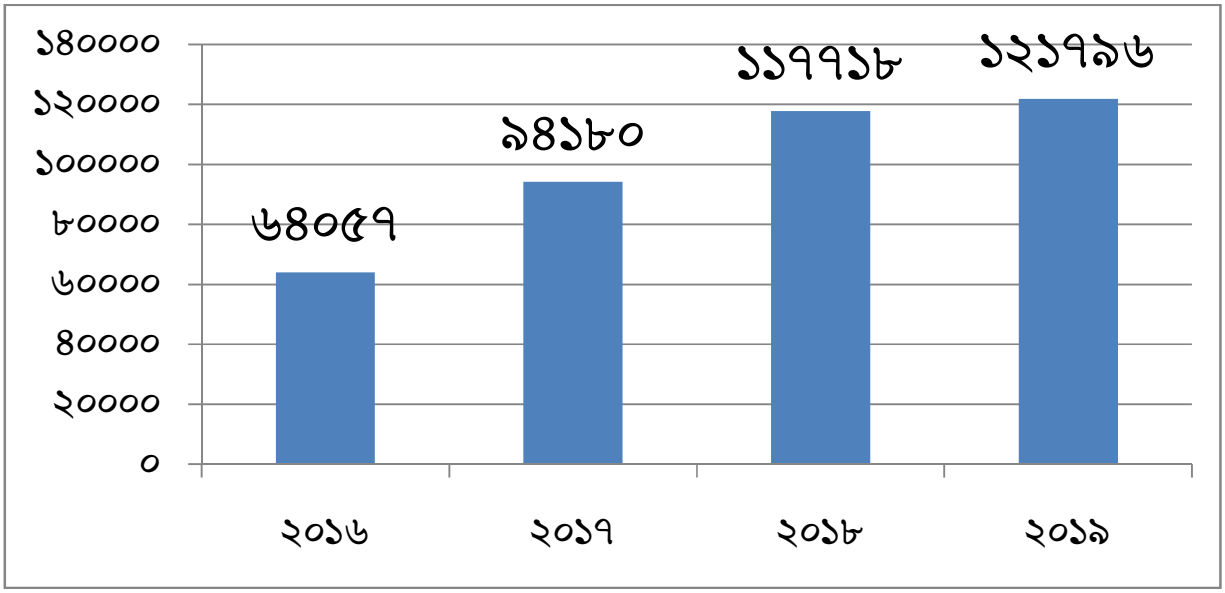

১.৮ হজ-২০১৯ এর সাফল্যসমূহ:

১. ২০১৯ সালে সর্বপ্রথম Route to Makkah এর আওতায় সৌদি আরবের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. বিমান ভাড়া ১০,০০০/-টাকা হ্রাস করা হয়েছে।বাংলাদেশী হজযাত্রীদের জন্য মিনায় দ্বিতল খাট ব্যবহার পরিহার করা হয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি এজেন্সীর সর্বনিম্ন হজযাত্রীর সংখ্যা ১৫০ থেকে ১০০-তে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। হজ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সময়মত সব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. সৌদি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক বিমানবন্দরে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ভৌত ও আইটি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. নিবন্ধন সার্ভারের সঙ্গে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডাটাবেজের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে হজযাত্রী নিবন্ধন করা সম্ভব হয়েছে।

৫. জেলা প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-হজ সিস্টেম ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রত্যয়নপত্র সংযোজন করে সকল হজযাত্রীর মেডিকেল ই-প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে।

৬. ফ্লাইট শুরুর আগেই সরাসরি হজ এজেন্সিরকাছে টিকিট ক্রয়-বিক্রয়ের তথ্য অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

৭. পাসপোর্ট এবং লাগেজে ভিন্ন ভিন্ন রঙের স্টিকার ব্যবহার ও বাড়ির ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হজের সময় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ তাৎক্ষণিক তদন্ত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পের অধিকতর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উক্ত ক্যাম্পের সংস্কার কার্যক্রম চলছে।

১.৯ হজের ওয়ার্কশপ/সেমিনার :

২০১৭ সাল হতে হজ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডার, হজযাত্রী, হজ কার্যক্রমে জড়িত বিভিন্ন টিমের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), আটাব, বেসরকারি হজ এজেন্সি, বেসরকারি হজযাত্রী এবং সরকারি ও বেসরকারি গাইডদের উপস্থিতিতে হজ বিষয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উক্ত ওয়ার্কশপ/সেমিনারে হজের সাফল্য, সমস্যা ও উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে করনীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১.১০ হজ-২০২০ ও ২০২১:

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে অন্যান্য দেশ হতে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরব গমন করতে পারেননি। তবে সৌদি আরবে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং সৌদি আরবের নাগরিকদের অংশগ্রহণে সীমিত পরিসরে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশ হতে কোন হজযাত্রী সৌদি আরব গমণ করেননি। যেসব সম্মানিত হজযাত্রী ইতোমধ্যে

হজে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের প্রদত্ত অর্থ নিজ বা ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রিরেজিষ্ট্রেশন প্লাটফর্ম এর আওতায় রেজিষ্ট্রেশন রিফান্ড সিস্টেম নামক একটি মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তাঁদের অর্থ নিজ নিজ ব্যাংকে বিনা কর্তনে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। যা বর্তমানেও চালু রয়েছে।

১.১১ করোনা পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এজেন্সিসমূহকে কর্জে হাসানা প্রদান :

মহামারী করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় নয়শতাধিক হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে কর্জে হাসানা হিসেবে (ফেরতযোগ্য)এজেন্সির মোট জামানত ২০ লক্ষ টাকার ৫০ % ফেরত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। লক্ষ টাকা করে১০অর্থাৎ

১.১২ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি:

হজ ব্যবস্থাপনায় যে গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশিয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মোয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি দেয়। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্ত:মন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা আরো সুশংহত হয়েছে। ফলে হজযাত্রীর সংখ্যা বহুগণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রুপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

৬.২ অনুদান বিষয়ক কার্যাবলি :

৬.২.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বানস, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন এবং দু:স্থ মুসলিম ও দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসনের জন্য নিম্নরূপ অর্থ বরাদ্দ/বিতরণ করা হয় :

ক্রম	অনুদান	অনুকূলে	বরাদ্দকৃত টাকা
০১.	মসজিদ সংস্কার ও মেরামত	মসজিদ (৬১৭৯টি)	১৮,২৫,০০,০০০/- (আঠারো কোটি পঁচিশ লক্ষ)
০২.	ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরি	ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৬০৪টি)	৪,২৫,০০,০০০/- (চার কোটি পঁচিশ লক্ষ)
০৩.	ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	ঈদগাহ ও কবরস্থান (৪৯৬টি)	২,৭০,০০,০০০/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ)

০৪.	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার ও মেরামত	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির (১,১৮৮টি)	২,০,০০,০০০/- (দুই কোটি)
০৫.	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান (৯৩টি)	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ)
০৬.	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (১১৪ টি)	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ)
০৭.	বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান (৫৭ টি)	১১,০০,০০০/- (এগার লক্ষ)
০৮.	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গীর্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৪৮টি)	২২,০০,০০০/- (বাইশ লক্ষ)
০৯	খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি	(০৭ টি)	৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ)
১০.	দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন	দুঃস্থ মুসলিম (২,১৬০ জন)	৩,৬০,০০,০০০/- (তিন কোটি ষাট লক্ষ)
১১.	দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসন	দুঃস্থ হিন্দু (৪৩৭ জন)	৬৫,০০,০০০/- (পঁষট্টি লক্ষ)

৬.৩ প্রশাসনিক কার্যাবলি :

৬.৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;

৬.৩.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ;

৬.৩.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০২০-২১ প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম রাউন্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় রাউন্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় রাউন্ড (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ রাউন্ড (এপ্রিল-জুন, ২০১৮)

এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী প্রতি মাসের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৬ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৭ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে ১২টি ক্যাডার পদ (অতিরিক্ত সচিব-১টি, যুগ্মসচিব-২টি, উপসচিব-৫টি ও সিনিয়র সহকারী সচিব-৪টি) স্থায়ীভাবে সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮টি নন-ক্যাডার সহায়ক পদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৪টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৮টি, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৪টি ও অফিস সহায়ক-১২টি) অস্থায়ীভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ (চলমান);

৬.৩.৮ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে তৃতীয় শ্রেণির সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৩টি ও অফিস সহায়কের ৩টি মোট ৬টি পদে জনবল নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ। কম্পিউটার অপারেটর-৪টি এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-২টি মোট ৬টি পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন এবং পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব-এর উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৩.৯ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ইতোমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

৬.৩.১০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ই-নথি সিস্টেম কার্যক্রম, Electronic Mail (e-mail) and Internet Usage, Basic Computer and Office Application, Understanding Grievance Redress System (GRS) ,নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, Understanding of National Integrity Strategy (NIS) and Ethical Practices, Understanding Right to Information (RTI), বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলা-প্রশাসনিক বিধি ,প্রশাসনিক কর্মকান্ড" এবং Training on Public Procurement Act and Public Procurement Rules শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে;

৭। ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

ই-হজ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় ও আধুনিকায়ন, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা প্রদান, প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় (দারুল আরকাম) এবং

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণ এবং সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ। একনজরে ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- ই-হজ ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক (দারুল আরকাম) শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা;
- সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে ২ লক্ষ ৯২ হাজার মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ;
- ৮২ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান;
- ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কাজের পরিবিক্ষন;
- ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি;
- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সে লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ আয়োজন ;
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন;
- সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, যাকাত আইন-২০১৮ এবং বৌদ্ধ পারিবারিক আইন-২০১৮সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ

উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ-

ক্রম	প্রকাশিত তথ্যের শিরোনাম	বিস্তারিত
১।	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, ভিশন ও মিশন, অর্গ্রানোগ্রাম ও জনবল, সিটিজেন চার্টার, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিবগণের তালিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কার্যাবলি, শাখাসমূহ ও শাখার কার্যাবলি প্রকাশ করা হয়েছে।
২।	হজ ব্যবস্থাপনা	হজ নির্দেশিকা, হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতি, হজ পোর্টাল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৩।	অনুদান	মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ফরম প্রাপ্তির জন্য ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
৪।	বাজেট ও অডিট	চলমান অর্থবছরের বাজেট, বাজেট এমবিএফ, প্রকৃত ব্যয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৫।	প্রকল্প ও কর্মসূচি	চলমান প্রকল্পসমূহ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে।
৬।	আইন ও অধ্যাদেশ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান আইন, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য আইন প্রকাশ করা হয়েছে।
৭।	**কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা**	চলমান অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এপিএ টিম, এপিএ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র/নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে।
৮।	শুদ্ধাচার কার্যক্রম	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।
৯।	আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন	অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও দরপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
১০।	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা, ইনোভেশন টিম, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, বাৎসরিক উদ্ভাবনী প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১১।	প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বুকলেট, বিভিন্ন নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি	সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা, অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য, প্রসেস ম্যাপ এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য জিআরএস সিস্টেমের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, তথ্য প্রাপ্তির ফরম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১৩।	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা অংশে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম, হজ পোর্টাল, আল-কোরআন: ডিজিটাল, অভিযোগ ও পরামর্শ, ওয়েবমেইল ইত্যাদি লিংক

		স্থাপন করা হয়েছে।
১৪।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
১৫।	সামাজিক যোগাযোগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং নাগরিক সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৯.১.ভিশন ও মিশন

ভিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

মিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৯.২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

৯.২.১) নাগরিক সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	হজ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনে	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (৪) TIN	বিনামূল্যে	৩ মাস	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj sec২@mora.gov.bd

		র ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) ৪ কপি ছবি (৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (৯) আসবাবপত্রের তালিকা (১০) যোগাযোগের মাধ্যম			
২.	হজ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ	বিনামূল্যে	১০ দিন	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj sec২@mora.gov.bd

		নবায়ন	লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি			
ক্রম	**সেবার নাম**	**সেবা প্রদান পদ্ধতি**	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান**	**সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি**	**সেবা প্রদানের সময়সীমা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)**
৩.	ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) IATA সনদ (৭) ৪ কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৪৩২২ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj sec1@mora.gov.bd

			ছবি (৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (১০) আসবাবপত্রের তালিকা (১১) যোগাযোগের মাধ্যম			
৪.	ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩০ দিন	আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৪৩২২ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec1@mora.gov.bd

			কপি			
৫.	সরকারী ভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন	(১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন	(১) ছবি (২) পাসপোর্টের ফটোকপি (৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি (৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ	বিনামূল্যে	হজ নীতিমালা অনুযায়ী	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj sec2@mora.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
৬.	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পূর্নবাসন সংক্রন্ত অনুদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন	স্থানীয় চেয়ার ম্যান, ইউএনও এবং	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো. মোস্তফা কাইয়ুম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭

	প্রদান	(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন			ইমেইল: moragovbd@gmail.com anudan_sec@mora.gov.bd
৭.	ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনবাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ার ম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	
৮.	দুঃস্থ পূর্নবাসনে অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) স্থানীয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	

		প্রদান	চেয়ার ম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরস হ আবেদন			
৯.	বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ছাড়পত্র	প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আবেদন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মোআহসান হাবীব . সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec2@mora.gov.bd
১০.	হজ প্যাকেজ ঘোষণা	ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	নির্ধারিত তারিখ	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.b

						d

৯.২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবংমাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	(১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা (২) বিলের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	খালেদা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ ইমেইল: moragovbd@gmail.com budget_sec@mora.gov.bd
২.	ইসলামিক ফিকাহ একাডেমী এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাদা প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	খালেদা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ ইমেইল: moragovbd@gmail.com budget_sec@mora.gov.bd
৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ	ই-মেইলে	প্রস্তাব অনুমোদ	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬	মো .আহসান হাবীব

	সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ী করণ।	ও ডাকযোগে	নের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।		মাস	সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com org sec@mora.gov.bd
৪.	ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	
৫.	ইমান ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	

			করা হয়।			

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
৬.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৫ – ১০ দিন	শেখ শামছুর রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com planning sec1@mora.gov.bd
৭.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ	প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	ডিপিপি ও যথাযথভাবে পুরণকৃত ছক	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	
৮.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	ডাকযোগে	প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি সিনিয়র সহকারী প্রধান ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৮

৯.	অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি	ডাকযোগে	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	ইমেইল: moragovbd@gmail.com planning_sec2@mora.gov.bd
১০.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ	ডাকযোগে	পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১১.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি	ডাকযোগে	অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১২.	অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	

			বাস্তবায়ন করা হয়।			
ক্রম	**সেবার নাম**	**সেবা প্রদান পদ্ধতি**	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান**	**সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি**	**সেবা প্রদানের সময়সীমা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)**
১৩.	ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমীর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড়	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৪.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত	ডাকযোগে	প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৫.	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০

		প্রদান				ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
১৬.	ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	২০ – ৩০ দিন	
১৭.	হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১ মাস	
১৮.	হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৯.	ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত	দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com

						admin_sec1@mora.gov.bd
ক্রম	**সেবার নাম**	**সেবা প্রদান পদ্ধতি**	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান**	**সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি**	**সেবা প্রদানের সময়সীমা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)**
২০.	অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ	নির্ধারিত ফরম্যাটে	প্রযোজ্য প্রমানপত্র	বিনামূল্যে	১৫- ২০ দিন	বেগম হাসিনা শিরীন সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৪ ইমেইল: moragovbd@gmail.com audit_sec@mora.gov.bd

৯.২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রম	**সেবার নাম**	**সেবা প্রদান পদ্ধতি**	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান**	**সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি**	**সেবা প্রদানের সময়সীমা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	(১) আবেদন (২) DPC ‘র	(১) চুড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল (২) প্রযোজ্যক্ষে	বিনামূল্যে	৪- ৬ মাস	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯

		সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	ত্রে ছাড়পত্র (৩) ACR (৪) DPC 'র সুপারিশ			ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec১@mora.gov.bd
২.	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ।	(১) নির্ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	১৫ – ৩০ দিন	
৩.	মৃত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য প্রত্যয়নপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
ক্রম	**সেবার নাম**	**সেবা প্রদান পদ্ধতি**	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান**	**সেবার মূল্য এবং পরিশো**	**সেবা প্রদানের সময়সীমা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)**

				ধ পদ্ধতি		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪.	অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি'র সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৫.	ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীগণের পেনশন কেস,বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৬.	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে আবেদন বিবেচনাকরণ।	(১) আবেদন (২) বাসা বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ	বর্তমান মুল বেতন ও স্কেল	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com

		কর্তৃপক্ষের অনুমোদন				admin_sec1@mora.gov.bd
৭.	সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৮.	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৯.	কর্মচারিদের পাওনা/ লিভারেজ	(১) আবেদন (২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	

		অনুমোদন				

৯ (৪.২.আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের ওয়েব পেজ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (www.islamicfoundation.gov.bd)
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় (www.waqf.gov.bd)
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.hindutrust.gov.bd)
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.brwt.gov.bd)
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.crwt.gov.bd)
- হজ অফিস, ঢাকা (www.hajj.gov.bd)

৯.৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রম	প্রতিশ্রুতকাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়/
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা

৯.৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রম	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার যুগ্মসচিব ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৩৯ ই-মেইলঃ org_sec@mora.gov.bd, moragovbd@gmail.com	তিন মাস

			ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	জনাব কাজী হাসান আহমেদ অতিরিক্ত সচিব ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৬০ ই-মেইলঃ js_dev@mora.gov.bd, moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	এক মাস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

১০। আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ

১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি

ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্সিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্সিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো। জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির বিলি-বণ্টন উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুসিত্মকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতিবিধান করা; এবং

(ঠ) উপর্যুক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারী অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ছাড়াও বায়তুল মোকাররমস্থ অফিসে প্রধান কার্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাঠপর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

বোর্ড অব গভর্নরস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা-এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সদস্য-সচিব।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রেষণে নিযুক্ত ১ জন সচিব, ১৮ জন পরিচালক, ১জন

প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস), ১ জন তত্ত্বাবধায়ক এবং ৫ জন প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন। মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি বিভাগ/প্রকল্পের প্রধান।

জনবল

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ১৮১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সম্মানী/ভাতার ভিত্তিতে ৭৫,৮৮৩ জন সহ সর্বমোট ৭৭,৬৯৬ জন কর্মরত রয়েছে।

তহবিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তহবিল-এর উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ, বিদেশি রাষ্ট্র অথবা সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ, দান ও অনুদান, বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প:

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

এ পর্যন্ত ৫১৯টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৫১৪টি মসজিদের জন্য NOA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৪২৩টি মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ৫০টির কাজ সম্পন্ন হওয়ায় গত ১০ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় নির্মাণাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি মডেল মজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। উক্ত মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ সারা দেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায়
নির্মাণাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে
মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে
৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের
শুভ উদ্বোধন

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায়
নির্মাণাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে
মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে
৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের
শুভ উদ্বোধন

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে

সিরাজগঞ্জ জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

খুলনা জেলার জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে

বগুড়া জেলার সারিয়াকন্দি উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রয়াস

করোনা ভাইরাস এমন এক বৈশ্বিক মহামারী যার ফলে গোটা দুনিয়ার কর্মচাঞ্চল্য ও কর্মযজ্ঞ নিমিষেই স্তব্ধ হয়ে যায়। মানবজাতি হতবিহ্বল, ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পৃথিবীবাসী এক নতুন দুনিয়া প্রত্যক্ষ করে। পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নববীসহ সারা পৃথিবীর প্রায় ২৫ লক্ষ মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীর আয়োজন সীমিত করা হয়। হোটেল-মোটেল, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এক নিমিষেই গোটা দুনিয়া স্থবির ও স্তব্ধ হয়ে যায়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম চীনের হুবেই প্রদেশের উহান নগরীতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শনাক্ত করা হয়। ২০২০ সালের ১১ মার্চ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটিকে একটি বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশে ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এবং ১৮ মার্চ করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে রোগী মারা যায়।

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ/কার্যক্রম

দেশের সকল মসজিদে আর্থিক অনুদান প্রদান

বিশ্বব্যাপী বিরাজমান করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণসহ নানাবিধ কারণে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লীগণ স্বাভাবিকভাবে ইবাদত করতে পারছে না। এতে দানসহ অন্যান্য সাহায্য কমে যাওয়ায় মসজিদের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে মসজিদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে মসজিদসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র রমযানে দেশের সকল মসজিদে ১২২ কোটি ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। ২০ মে ২০২০ অনুদানের অর্থ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা

প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক/উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে উক্ত অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি: মসজিদে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিভাগওয়ারী সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় অবস্থিত মসজিদের সংখ্যা	ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত মসজিদের সংখ্যা	মোট মসজিদের সংখ্যা	প্রত্যেক মসজিদের অনুদানের পরিমাণ	মোট অনুদানের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ঢাকা	৭২৭০	৩৮৮০৭	৪৬০৭৭	৫০০০	২৩০৩৮৫০০০
২	চট্টগ্রাম	৫৬৬৩	৩৮৪৭৭	৪৪১৪০	৫০০০	২২০৭০০০০০
৩	রাজশাহী	৩৯৪৯	২৯১৬৪	৩৩১১৩	৫০০০	১৬৫৫৬৫০০০
৪	খুলনা	২৫৬০	২২৫৯০	২৫১৫০	৫০০০	১২৫৭৫০০০০
৫	বরিশাল	১৯৭৩	২২৮০৩	২৪৭৭৬	৫০০০	১২৩৮৮০০০০
৬	সিলেট	১১৫৩	১৫৯১৬	১৭০৬৯	৫০০০	৮৫৩৪৫০০০
৭	রংপুর	২৬৪১	২৮৮৯০	৩১৫৩১	৫০০০	১৫৭৬৫৫০০০
৮	ময়মনসিংহ	১৯০০	২০২৮৭	২২১৮৭	৫০০০	১১০৯৩৫০০০
	সর্বমোট	২৭১০৯	২১৬৯৩৪	২৪৪০৪৩	৫০০০	১২২০২১৫০০০

গাজীপুর জেলায় মসজিদের অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত মরদেহের কাফন, জানাযা ও দাফন সম্পাদন

কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত মুসলমান ব্যক্তিবর্গের কাফন, জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গত ২৬ মার্চ ২০২০ সারাদেশে জেলা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার জোনভিত্তিক ৬ সদস্য বিশিষ্ট সর্বমোট ৬১৪টি টিম গঠন করা হয়েছে। টিমগুলো সারাদেশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করে সরকারী নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনাকালীন সময়ে ১৪১১টি মরদেহের কাফন, জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক টিম কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত মরদেহের কাফন, জানাযা ও দাফন সম্পাদন

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে অনুদান প্রদান

করোনাভাইরাসের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতায় সারাদেশে ৫০০টি উপজেলায় ৭ হাজার ৭৪৩ জন ট্রাস্টভুক্ত ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মাঝে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হারে ৩ কোটি ৮৭ হাজার ১৫ হাজার টাকা এককালীন আর্থিক সাহায্য/অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়।

যাকাতের অর্থ বিতরণ

কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও সাময়িকভাবে কর্মহীনদের জরুরি সহায়তা এবং দুস্থ, গরীব ও অসহায়দের চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের কাজে সারাদেশে ৭২৮০ জনের মাঝে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৪১২ টাকা যাকাত বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে যাকাতের অর্থ বিতরণ।

সামাজিক সচেতনতা ও মসজিদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশিষ্ট আলেমগণের সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার

বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি ও সরকারের করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিশিষ্ট আলেমগণের সাথে গত ২৪ মার্চ ও ২৯ মার্চ ২০২০ দুই দফায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলেম-ওলামাগণ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মহামারী ও দুর্যোগকালীন সময়ে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণের বিষয়ে জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে আলেম-ওলামা অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সম্মানিত খতিব-ইমাম ও আলেম-ওলামাগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মসজিদসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নামাজ আদায় করা হয়েছে।

গত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে আলেম-ওলামার সাথে মতবিনিময় করছেন ধর্মসচিব জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম পিএইচডি

জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ

করোন ভাইরাস সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চ মাসে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়' শিরোনামে ৫ লক্ষ লিফলেট মুদ্রণপূর্বক সারাদেশে মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে 'কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে জরুরি বার্তা মসজিদের মাইক থেকে নিয়মিত প্রচারের আহ্বান' শিরোনামে একটি লিফলেট জুলাই ২০২০ মাসে দেশের বিভিন্ন মসজিদে বিতরণ করা হয়। এরপর 'করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২০ উদযাপনে সরকার ঘোষিত নির্দেশনাসমূহ জুমআর বয়ান এবং মসজিদের মাইক থেকে নিয়মিত প্রচারের আহ্বান' শিরোনামে আরেকটি লিফলেট দেশের বিভিন্ন মসজিদে বিতরণ করা হয়।

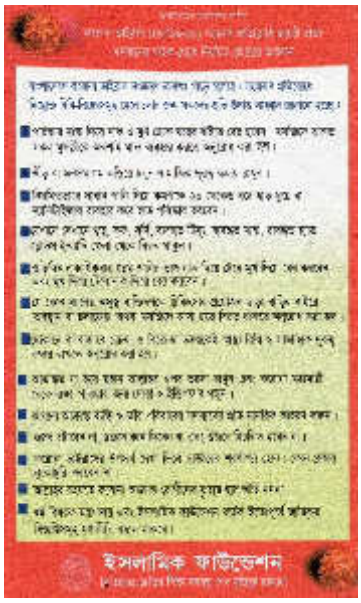

মসজিদসমূহে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক নামাজ আদায়

৬ এপ্রিল ২০২০ সোমবার এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভয়ানক করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে মসজিদের খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সকল মুসুল্লীকে সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে নামায আদায় এবং জুমআর জামায়াতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঘরে যোহরের নামায আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ উন্মুক্ত স্থানের পরিবর্তে মসজিদে আদায়ের আহ্বান জানানো হয়। সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে আলেম-ওলামা অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। সম্মানিত খতিব-ইমাম ও আলেম-ওলামাগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে মসজিদসূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নামাজ আদায় করা হয়েছে।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নামাজ আদায়

মসজিদে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত

বাংলাদেশে প্রথম ৮ মার্চ করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়। অথচ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক করোনাভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ৬ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদসহ দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে বেশি বেশি দোয়া ও ইস্তেগফার পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া কোভিড-১৯ আক্রান্ত মৃত মুসলমান ব্যক্তিদের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিগণের আশু রোগমুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে মুক্তির জন্য বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে আলেম-ওলামার সাথে মতবিনিময়

কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ বা সেকেন্ড ওয়েভ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের ব্যাপক প্রচারণার উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভা ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনিস মাহমুদ। দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave) পরিস্থিতিতে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের অতীতের ন্যায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

ছবি: কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আলেম-ওলামার সাথে মতবিনিময় সভা।

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে স্টিকার, পোস্টার ও ডিজিটাল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ

কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪০ হাজার পোস্টার ও প্রতি জেলা ২ হাজার করে ১ লক্ষ ২৮ হাজার লিফলেট মুদ্রণ করে জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বিস্তার রোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিস্তার রোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদের সম্মানিত খতিব, ইমাম ও পরিচালনা কমিটির অংশগ্রহণে গত ১৩-১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৮টি বিভাগীয় সদরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মসজিদের খতিব-ইমাম ও আলেম-ওলামাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে খতিব-ইমাম ও আলেম-ওলামার সাথে মতবিনিময় সভা

মুসল্লিদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক মিশন বিভাগের মাধ্যমে ২০ হাজার মাস্ক তৈরি করে মসজিদের মুসল্লিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিস্তার রোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজার রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব ও দি ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায়, ৭ মে ২০২০ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এবং ১৬ মে ২০২০ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এবং ১০ নভেম্বর দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

অডিও-ভিডিও বার্তা প্রচার

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে মসজিদের খতিব-ইমামদের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১টি অডিও প্রস্তুত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল মসজিদে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া কোভিড-১৯ বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক ১টি ভিডিও তৈরি করে ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচার করা হয়।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে ভার্চুয়ালি সভা আয়োজন

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে জনসমাগম পরিহারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক সমন্বয় সভাসহ আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভায় জুম ও ওয়েবিনার ইত্যাদি অ্যাপস এর মাধ্যমে ভাচুয়ালি আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বাষির্কী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালর উপলক্ষে ১৯ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ওয়েবিনার এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে অনুষ্ঠান আয়োজন

কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ১৪৪২ হিজরি উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপি আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অপপ্রচার রোধ

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অপপ্রচার রোধে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল মসজিদে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জুমআর খুতবায় মসজিদের সম্মানিত খতিবগণ জনসচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

www.cabinet.gov.bd

faco_sec@cabinet.gov.bd

দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসার কর্মহীন শিক্ষকদের আর্থিক অনুদান প্রদান

বিশ্বব্যাপি বিরাজমান ভয়াবহ প্রাণঘাতি করোনা পরিস্থিতিতে দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ইতোপূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ২০২০ জন শিক্ষককে আপদকালীন সহায়তা হিসেবে ‘প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল’ থেকে এককালীন জনপ্রতি ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে সর্বমোট ৫,০৫,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১৭ মে ২০২১ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিতরণ করা হয়।

৫ লক্ষ কপি লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যোগে 'করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়' শিরোনামে ৫ (পাঁচ) লক্ষ কপি লিফলেট মুদ্রণ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদে বিতরণ করা হয়।

করোনাভাইরাস বিস্তারে রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জুমআর প্রাক্ খুতবার ধারণাপত্র প্রণয়ন ও মুসল্লিদের অবহিতকরণ:

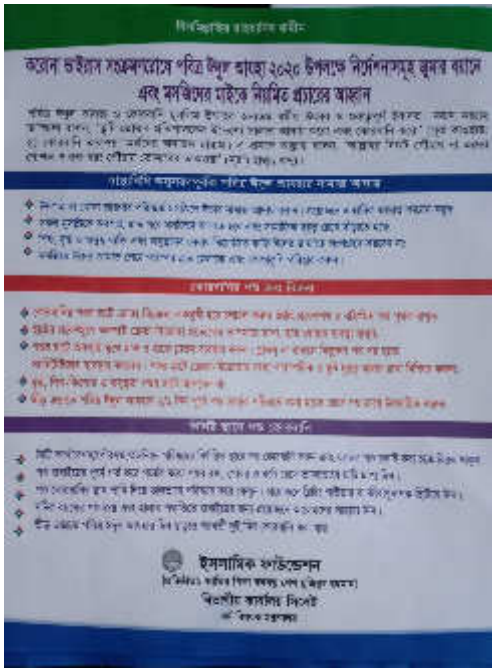

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি বাংলা বয়ান ও একটি আরবি খুতবার ধারণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয় যাতে দেশের সকল মসজিদে জুমআর প্রাক খুতবায় সম্মানিত খতিব/ইমাম সাহেবগণ উক্ত বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে মুসল্লিদের অবহিত ও সচেতন করতে পারে।

ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে ও পরে এবং জুমআর প্রাক খুতবায় বক্তব্য/ঘোষণা প্রদান

বর্তমানে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদসহ জনসমাগমপূর্ণ স্থানে মাস্ক পরিধান, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত জরুরি বিজ্ঞপ্তির নির্দেশনাসমূহ দেশের সকল মসজিদের ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে ও পরে এবং জুমআর প্রাক খুতবায় বক্তব্য/ঘোষণা প্রদানের নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকগণ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার, ফিল্ড সুপারভাইজার, মাস্টার

ট্রেইনার, মডেল ও সাধারণ কেয়ারটেকার এবং শিক্ষকগণকে আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত করে ব্যাপকভাবে প্রচারণা ও জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ

১৪৪১ হিজরি সনের (২০২০ খ্রি.) পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পবিত্র ঈদুল আযহার নামাজ আদায়, কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি, দ্রুত বর্জ্য অপসারণ ও যথাযথভাবে পশুর কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়/জেলা কার্যালয় কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ২ (দুই) হাজার কপি লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০১ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ পালনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি :

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, সকল বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্যসকল অফিস ভবনে১৭ মার্চ ২০২১ বুধবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করাহয়।

১৭ মার্চ বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ১৭ মার্চ বুধবার বাদ যোহর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া ও মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

১৭ মার্চ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০বার কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৭ মার্চবুধবার বেলা ১১টায় ১০০ জন কুরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার কুরআন খতম সম্পন্ন হয়েছে। কুরআন খতম শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকী। দোয়া ও মুনাজাতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম পিএইচ.ডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব), মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক ফারুক আহম্মেদ (যুগ্ম সচিব),প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ নজিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ (উপ-সচিব), ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৮ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষে ১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩.০০ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ মিলনায়তনে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক ফারুক আহম্মেদ (যুগ্মসচিব),প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ নজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার।

দিনব্যাপি চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয় ও ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতালসহ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে দিনব্যাপি ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিস্থলে ১০০ বারকোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সভায় মাননীয় সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষদোয়া

গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহে কোরখান খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ এবং রাজশাহীর হাতেম খাঁ জামে মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ১৭ মার্চ সকাল ৯.০০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে আলোচনা সভা, কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২১ পালনের উদ্দেশ্যে১৫ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়/ জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মশীর্ষক আলোচনা সভা এবং কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রতিবেদন :

১৪ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

১৪ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া ও মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়।

১৫ আগস্ট বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

১৫ আগস্ট শনিবার সকাল ৮:০০ টায় শুরু হয়ে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ জন কোরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। এরপর স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা, মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম।

মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়।

টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতার মাজারে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১৫ আগস্ট সকালে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ফারুক খান এমপিসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে ১৫ আগস্ট সকাল ৯.৩০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ্ জামে মসজিদে ১৫ আগস্ট সকাল থেকে খতমে কোরআন শুরু হয়ে বাদ যোহর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। মুনাজাতে দেশের জন্য শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ চেয়ে এবং মরণ ব্যাধি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরম করুণাময়ের অশেষ রহমত কামনা করা হয়। দোয়া, মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মোহাম্মদ আলা উদ্দিন।

চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে ১৫ আগস্ট সকালে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহীর হেতেম খাঁ মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে হেতেম খাঁ বড় মসজিদ কমপ্লেক্সে ১৫ আগস্ট সকালে খতমে কোরআন এবং মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন হেতেমা খাঁ বড় মসজিদের সম্মানিত পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মোঃ ইয়াকুব আলী।

১৫ আগস্ট বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

১৫ আগস্ট বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়। এছাড়া বিরাজমান করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

খতমে কুরআন, আলোচনা সভা ও দু'আ মাহফিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

১৬-১৭ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৫০৫টি উপজেলা কার্যালয় এবং ১৮ আগস্ট ৬৪ বিভাগীয়/জেলা কার্যালয় ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষরোপনের অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে ২ লক্ষ বৃক্ষ রোপনের লকষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৫ আগস্ট সকালে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে ধর্মসচিব মোঃ নূরুল ইসলাম বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ আগারগাঁও কার্যালয়ে বৃক্ষরোপন করেন।

দিনব্যাপি ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয়সহ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে ১৫ আগস্ট দিনব্যাপি ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ দিনব্যাপি ফ্রি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

আগস্ট বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

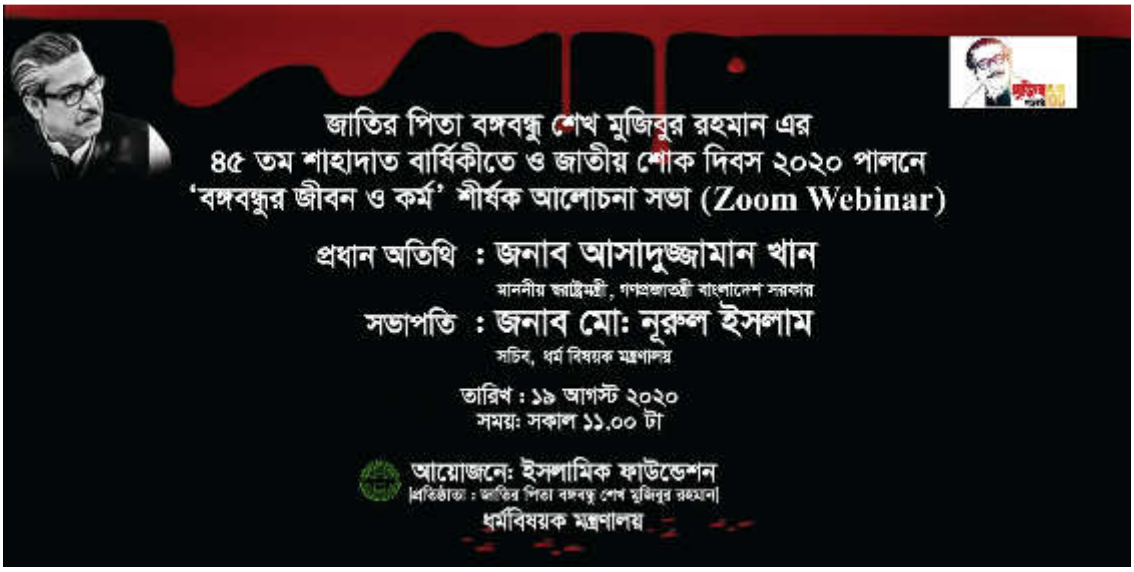

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বাষির্কী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালর উপলক্ষে ১৯ আগস্ট বুধবার সকাল ১১.০০ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জুম ওয়েবিনার এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করে কোটি বাঙালির মনের আশাকে পূরণ করেছেন। যোগ্যতার দিক থেকে বিশ্বের দরবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনন্য শিখরে পৌঁছেছেন। সারা বিশ্ব এখন তাঁকে ১০ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতার একজন বলে মনে করে। বঙ্গবন্ধু যা চিন্তা করতেন, বালাদেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে বলেই আজ তিনি দেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। শেখ হাসিনা মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছেন। দেশ থেকে জঙ্গিবাদ দূর করেছেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে এ দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এ দেশকে দেশের মানুষকে জীবন দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে ভালবাসতেন। ইসলাম বা অন্য কোনও ধর্মকে তিনি কখনো ছোট করে দেখেননি। তিনি কাকরাইল মসজিদকে ইসলামি চর্চার জন্য সম্প্রসারিত করেছিলেন, তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নর জনাব র.আ.ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নর প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নর আলহাজ্জ মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নর সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ ও কমপ্লেক্সের খতিব মাওলানা সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ।

সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনস্থ মসজিদসমূহের সম্মানিত ইমাম, ও

খতিব, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষক ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ যুক্ত হন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন শোলাকিয়া ঈদগাহের গ্রান্ড ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ।

অনলাইনে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিরাজমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় অনলাইনে জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ৩টি বিষয়: ক্বিরআত, ৭ই মার্চের ভাষণের অনুকৃতি ও উপস্থিত বক্তৃতা বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রতিযোগীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ৮ বিভাগের প্রতিযোগীদের নিয়ে ৮দিন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে ২৪ আগস্ট শেষ হয়। এরপর বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীদের নিয়ে ২৭ আগস্ট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকগণ ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে বসে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। ৩১ আগস্ট সকাল ১১.০০ টায় কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বরিশাল, সিলেট নওগাঁ, নাটোর, শরীয়তপুর, শেরপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, নেত্রকোনাসহ বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় থেকে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ফারুক আহম্মেদ (যুগ্ম সচিব), ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকসহ কর্মকর্তারাও অনলাইনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ।

জাতীয় পর্যায়ে ১২ জন ও বিভাগীয় পর্যায়ে ৯৬ জনসহ মোট ১০৮ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- টাকা, ২য় পুরস্কার ৮,০০০/- টাকা ও ৩য় পুরস্কার ৬,০০০/- টাকাসহ বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের ১ম পুরস্কার ৩০০০/- টাকা, ২য় পুরস্কার ২০০০/- টাকা ও ৩য় পুরস্কার ১০০০/- টাকাসহ বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ প্রদান করা হয়।

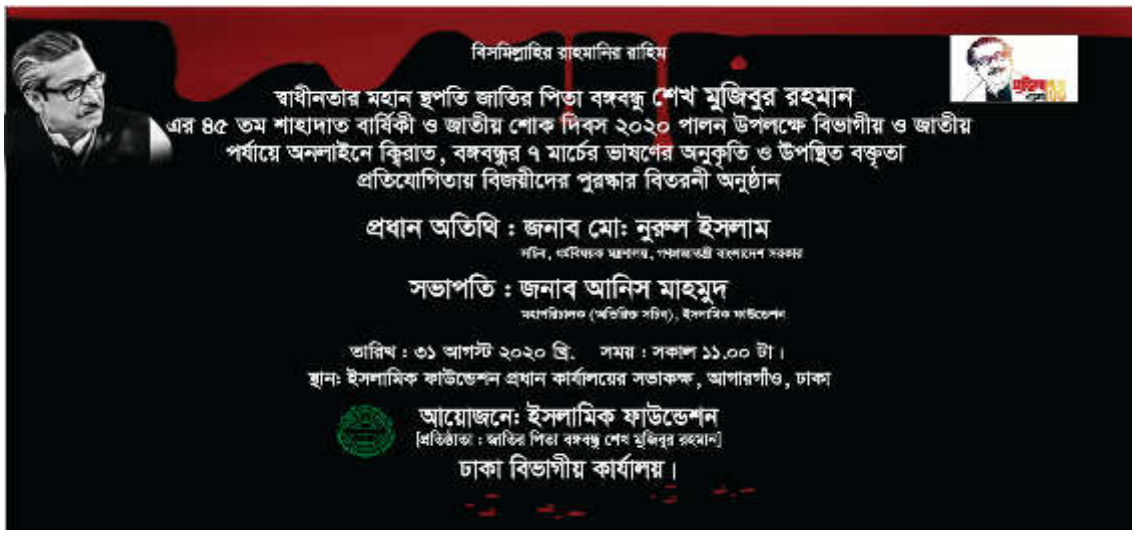
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
এর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে বিভাগীয় ও জাতীয়
পর্যায়ে অনলাইনে ক্বিরাত, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অনুকৃতি ও উপস্থিত বক্তৃতা
প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি : জনাব মো: নুরুল ইসলাম
সভাপতি : জনাব আনিস মাহমুদ
তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রি. সময় : সকাল ১১.০০ টা।
স্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
আয়োজনে: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠান

শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর 'ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব স্টুডিওতে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ধারণ ও নির্মাণ করা হয়। ১৫ পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠান ১৭-৩১ আগস্ট ২০২০ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সম্প্রচারিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক আমাদের নতুন সময় ও দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতার জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা প্রকাশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা পত্রিকার সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর দেশের প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকগণের তথ্যবহুল লেখনীর মাধ্যমে সাময়িকীকে সমৃদ্ধ করা হয়।

‘ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের বিষয়, আলোচকবৃন্দ ও সম্প্রচারের তারিখ

পর্ব	সম্প্রচারের তারিখ	অনুষ্ঠানের বিষয়	আলোচকবৃন্দ
প্রথম পর্ব	১৭ আগস্ট ২০২০	**শোকের মাস আগস্ট**	১) জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২) জনাব মো: নূরুল ইসলাম সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
দ্বিতীয় পর্ব	১৮ আগস্ট ২০২০	**ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান**	১) জনাব র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি মাননীয় সভাপতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২) জনাব আনিস মাহমুদ মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
তৃতীয় পর্ব	১৯ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মে ইসলামের প্রতিফলন**	১) প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি গভর্নর, বোর্ড অব গর্ভরস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২) প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ উপাচার্য, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্থ পর্ব	২০ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে শেখ হাসিনা**	১) প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

			২) আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট ও গভর্নর, বোর্ড অব গভর্নরস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
পঞ্চম পর্ব	২১ আগস্ট ২০২০	**ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু**	১) জনাব নজরুল ইসলাম খান (এনআই খান) সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২) প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
ষষ্ঠ পর্ব	২২ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ**	১) জনাব ইকবাল সোবাহান চৌধুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ২) প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
সপ্তম পর্ব	২৩ আগস্ট ২০২০	**ইসলামের খেদমতে বঙ্গবন্ধুর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ**	শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী, গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
অষ্টম পর্ব	২৪ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন**	১) জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২) মাওলানা সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খতিব, জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম
নবম পর্ব	২৫ আগস্ট ২০২০	**মানবকল্যাণে বঙ্গবন্ধু**	১) অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২) ড. মাওলানা আব্দুর রশীদ অধ্যাপক,ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা

			বিশ্ববিদ্যালয়
দশম পর্ব	২৬ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার**	১) জনাব আবুল কালাম আজাদ সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২) ড. মাওলানা কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী প্রিন্সিপাল, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা
এগারোতম পর্ব	২৭ আগস্ট ২০২০	**ইসলামী চেতনায় বঙ্গবন্ধু**	১) ডাঃ শাহাদাত হোসেন অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২) মাওলানা সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান, প্রিন্সিপাল, জামিয়া আরাবীয়া আশরাফীয়া, ঢাকা
বারোতম পর্ব	২৮ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ**	**১)** আল্লামা মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদ গ্রান্ড ইমাম, শোলাকিয়া ঈদগাহ **২)** মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী সাবেক সদস্য, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
তেরতম পরব	২৯ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন**	**১) প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান** **উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়** ২) মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক আল আযহারী প্রিন্সিপাল, মদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
চৌদ্দতম পর্ব	৩০ আগস্ট ২০২০	**বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ**	**১) প্রফেসর ড. এএসএম মাকসুদ কামাল** **উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়** **২) প্রফেসর ড. আব্দুল কাদির** **চেয়ারম্যান, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**
পনেরতম	৩১ আগস্ট	ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে	**১) প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান**

পর্ব	২০২০	বঙ্গবন্ধু	**সাবেক অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়** **২) মাওলানা কাজী আব্দুল আলীম রিজভী** **প্রিন্সিপাল, কাদেরিয়া তৈয়বিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা**

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

জুমআর প্রাক খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান

জুমআর প্রাক খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদের সম্মানিত খতিব/ ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে কাউন্টার ন্যারেটিভ অর্থাৎ মডেল বক্তৃতা প্রস্তুত করে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রস্তুত, প্রচার প্রচারণা ও করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রস্তুত, প্রচার প্রচারণা ও করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনিস মাহমুদ এর সভাপতিত্ব মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রস্তুত, খতিব ও ইমামদের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সভা সমাবেশ আয়োজন ও পবিত্র কুরআন হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদের সম্মানিত খতিব, ইমাম ও পরিচালনা কমিটির অংশগ্রহণে গত ১৩-১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৮টি বিভাগীয় সদরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মসজিদের খতিব-ইমাম ও আলেম-ওলামাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা নিরসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

গত ০৯, ১০, ১১, ২৫, ২৮ জানুয়ারি ও ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে যথাক্রমে রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা নিরসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। ঢাকা ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে শীঘ্রই উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

আয়োজন করা হবে। সভায় মসজিদের সম্মানিত খতিব/ইমাম, আলেম-ওলামা এবং মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষার শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ, জুমআর বয়ানে জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান এবং জঙ্গিবাদ কর্মকান্ডে সন্দেহভাজন জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্তক থাকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম' এই বিষয়টি আব্যশ্যকীয় কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি ইতিহাস ঐহিত্য, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, মৎস্য চাষ ও গবাদি পশু পালন, বৃক্ষরোপন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি, তথ্য ও প্রযুক্তি, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং কৃষি ও বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম-খতিবদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এছাড়া বেকার যুবক এবং ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনকে বিনামূল্যে কম্পিউার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে ইমাম-খতিবদেরকে একদিনে যেমন স্বাবলম্বী করা হচ্ছে অন্যদিনে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণায় তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের জনবল কর্তৃক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রচার প্রচারণা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৫০৫ জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ২০০০ জন সাধারণ ও মডেল কেয়ারটেকার, ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ৭৩ হাজার ৭৬৮ জন গণশিক্ষার শিক্ষককে দীনী শিক্ষা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিপুল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। বিশেষত গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকগণ মসজিদের ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মসজিদে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিক মিশনের জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক মিশন বিভাগের তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৪৬৫টি মক্তবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

তামাক ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

জুমআর প্রাক খুতবায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান :

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে তামাক ও মাদকের কুফল, ক্ষতিকর দিক এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের প্রতিটি মসজিদে জুমআর খুতবার পূর্বে খতিব/ইমাম সাহেবদের বয়ান/বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাসে তামাক ও মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ক্লাশ অন্তর্ভুক্তকরণ:

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ইমাম সাহেবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সিলেবাসে 'মাদক, তামাক ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক ও প্রতিরোধে করণীয়' এবং 'মানবদেহের বিভিন্ন অংশে মাদকের প্রভাব ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন' ২টি ক্লাশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী ইমাম সাহেবদের ধারণা প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা জুমআর বয়ানে এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে পারে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা:

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৭৩,৩৬৮ জন শিক্ষক শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি মাসে উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফলসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যাতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

সময়ে সময়ে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রচার ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন

জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা যেমন দুর্নীতি, মাদক, পরিবেশ সংরক্ষণ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ ও চামড়া সংরক্ষণ, ডেঙ্গু, নারী ও শিশুর অধিকার বিষয়ে দেশের সকল মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়।

ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২০ এর আওতায় আন্তর্জাতিক ক্বিরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বাস্তবায়ন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আন্তর্জাতিক ক্বিরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । ওআইসিভূক্ত সদস্য দেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য ৫ টি অঞ্চলসহ সমগ্র বিশ্বের যুব ক্বারীদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় । গত ২৪/০২/২০২০খ্রি. তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমস্থ মিলনায়তনে উক্ত প্রতিযোগিতার শূভ উদ্বোধন করা হয় ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মো: ফরিদুল হক খান এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: আক্তার হোসেন এবং ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়্যুথ ফোরামের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মি. তাহা আইহান । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: নুরূল ইসলাম পি এইচ ডি । স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মুশফিকুর রহমান ।

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ৫০০ জন যুব ক্বারী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন । গত ১৩/০৬/২০২১খ্রি. তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬ টি অঞ্চলের প্রার্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিশ্বের শীর্ষ ৩ জনের মধ্যে বাংলাদেশের ক্বারী হাফেজ ক্বারী মো: হাবিবুর রহমান দ্বিতীয় স্থান লাভের সম্মান অর্জন করেন । আগামী ডিসেম্বর ২০২১ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকায় গ্র্যান্ড ফিনাল অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বিজয়ী ক্বারীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হবে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪২ হিজরি উদযাপন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক গত ১০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪২ হিজরি উদযাপন উপলক্ষে ১৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সম্মানিত কেবিনেট সচিব জনাব মো: আনোয়ারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ওয়াজ মাহফিল, ক্বেরাত মাহফিল, রাসুলুল্লাহ (স.) এর শানে স্বরচিত কবিতা মাহফিল , হামদ ও নাত মাহফিল , বাংলাদেশ বেতারের সাথে যৌথভাবে ৭ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমস্থ মিলনায়তনে এসব অনুষ্ঠান সামাজিক দুরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে দর্শকদের উপস্থিতিতে এবং অনলাইনে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) অনুষ্ঠান প্রচার ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে দেশের বিশিষ্ট ওয়ায়েজীন, ক্বারী, সাহিত্যিক , নবীণ ও প্রবীণ শিল্পি , ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, ওলামাগণ এবং সর্বস্তরের জনগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: নুরুল ইসলাম পিএইচ ডি উপস্থিত ছিলেন ।

হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলি	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০১	সেমিনার বাস্তবায়ন	লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর অঞ্চলের ০৭টি জেলার ইমাম, খতীব, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জণগণের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলার মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ০৭ টি সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
০২	৭ দিন মেয়াদী TOT প্রশিক্ষণ	লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর অঞ্চলের ০৭টি জেলার ডিপিপিভুক্ত ৫৭ টি উপজেলা থেকে ১০ জন করে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মোট ৫৭০ জন ইমাম/খতীবকে ০৭ দিন মেয়াদি TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
০৩	৩ দিন মেয়াদী ইমাম ট্রেনিং	লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর অঞ্চলের ০৭টি জেলায় ডিপিপির প্রভিশন অনুসারে ৫৯ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬০০০ জন ইমাম/খতীবকে ০৩ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
০৪	পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ	হাওর অঞ্চলের জনগণকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য মসজিদে টাঙানোর নিমিত্ত ২৫০০০ টি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।
০৫	প্রাক খুতবা প্রণয়ন ও মুদ্রণ	হাওর অঞ্চলের মসজিদসমূহে বয়ান করার লক্ষ্যে ৫২টি প্রাক-খুতবা সম্বলিত ১২৫০০ কপি প্রাক-খুতবার বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়

১) ভূমিকা :

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট অনুসারে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের Innovative কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২) দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্তকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়-ব্যয় হিসাব নিরীক্ষাকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাবলী প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুযায়ী এস্টেটসমূহের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ও কমিটি অনুমোদন;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুযায়ী বৃত্তিভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ✓ ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে ও কল্যাণকর কার্যাদিতে সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াকিফের নির্দেশনা মতে জনহিতকর কর্মকান্ড সম্প্রসারণসহ আধুনিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলে মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নে বাস্তবতা ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ✓ মোতাওয়াল্লীর বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদ করা;
- ✓ কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা, এবং
- ✓ ওয়াক্ফের স্বার্থ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

৩) সাংগঠনিক কাঠামো:

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার অনুমোদিত জনবল ছিল ৭০টি । পরবর্তীতে ৫৫টি পদের অনুমোদনসহ সর্বমোট ১২৫ পদ বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত জনবলের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত পদ	সরকার অনুমোদিত পদ	মোট অনুমোদিত
১	২	৩	৪	৫
১.	কর্মকর্তা	২	১২	১৪
২.	কর্মচারী	৬৮	৪৩	১১১
	সর্বমোট	**৭০**	**৫৫**	**১২৫**

কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	মোট অনুমোদিত	মোট কর্মরত	মোট শূন্য
১	২	৩	৪	৫
১.	কর্মকর্তা	১৪	৪	১০
২.	কর্মচারী	১১১	৮২	২৯
	সর্বমোট	**১২৫**	**৮৬**	**৩৯**

- **মোট কর্মরত জনবল : ৮৬ জন**
- **দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৪ জন**

৪) বাজেট :

এক নজরে বাজেট ২০২০-২১

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	ছয় মাসের প্রকৃত আয়/ ব্যয় ২০২০-২০২১	অনুমোদিত বাজেট ২০২০-২০২১	প্রকৃত আয়/ ব্যয় ২০২০-২০২১
ক	**ক. রাজস্ব**					
১	চাঁদা আদায়	১৭০৪.৩৩	১৭০৪.৩৩	৩২০.৫০	১৭০৪.৩৩	৬৭১.১১
২	সরকারি থোক বরাদ্দ	৭০.০০	৭০.০০	৩৫.০০	৭০.০০	৫২.০০
৩	অন্যান্য প্রাপ্তি	১৭৭৪.৩৩	১৭৭৪.৩৩	৩৫৫.০০	১৭৭৪.৩৩	৭২৩.১১
	মোট রাজস্ব					
খ	**খ. ব্যয়/খরচ**					
১	প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়	৮১৩.৩৭	৮১৩.৩৭	৩২৯.৬০	৮১৩.৩৭	৬৫৭.৭৭
	মোট খরচ	৮১৩.৩৭	৮১৩.৩৭	৩২৯.৬০	৮১৩.৩৭	৬৫৭.৭৭
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	**৯৬০.৯৬**	**৯৬০.৯৬**	**২৫.৯**	**৯৬০.৯৬**	**৯১.২৪**

গ						
১	নিজস্ব অর্থায়ন	-	-	-	-	৩২৯.০০
	মোট উন্নয়ন বাজেট	-	-	-	-	৩২৯.০০
১	রাজস্ব বাজেট	১৭৭৪.৩৩	১৭৭৪.৩৩	৩৫৫.৫০	১৭৭৪.৩৩	৭২৩.১১
২	উন্নয়ন বাজেট	-	-	-	-	৭২৩.১১
	মোট বাজেট	১৭৭৪.৩৩	১৭৭৪.৩৩	৩৫৫.৫০	১৭৭৪.৩৩	**১০৫২**

২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০২০-২০২১	৭০.০০	৭০.০০	১০০%

৫) সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি

ক্রম	কার্যক্রম	অর্জন/অগ্রগতি
০১	ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত ও তালিকাভুক্তকরণ	৬০ টি
০২	ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ	২৬৭ টি
০৩	ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কমিটি গঠন	১৬১ টি
০৪	ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অডিটকরণ	১১২৯ টি
০৫	অবৈধ দখলদার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদ	১৬ টি
০৬	ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন	৩১ টি
০৭	ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন-২০১৩ এর আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম	-
০৮	ওয়াক্‌ফ এস্টেট পরিচালনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি	১৩৯ টি

ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়

অর্থ বছর	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট আদায়	আদায়ের হার
২০২০-২০২১	170933144/-	৯৬৪৩৫২৩৪/-	৫৬.৪২/-

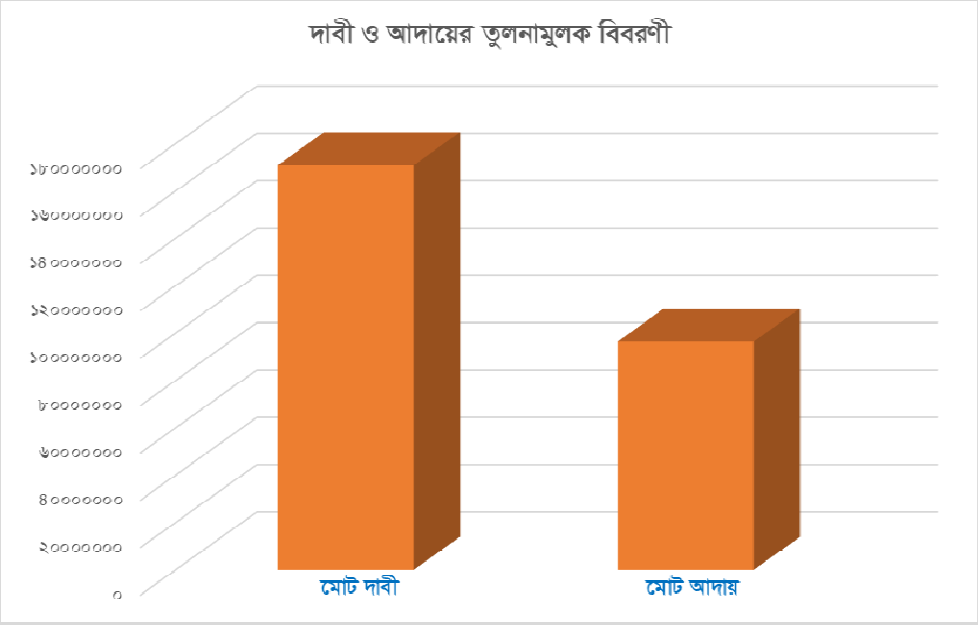

- ✓ এতিম শিক্ষার্থী ও অসহায়দের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ দুস্থ এবং অসহায়দের চিকিৎসা সেবায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ অসহায় এবং দুস্থদের পূর্নবাসনের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ অসহায় এবং দরিদ্রদের বিবাহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ নও মুসলিমদের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- ✓ বিভিন্ন প্রাসঙ্গীক বিষয়ে জনসচেতনতামুলক লিফলেট বিতরন;
- ✓ প্রতি ঈদে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র, সেমাই, চিনি ও গোশ্ত বিতরন;
- ✓ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র:) জেনারেল হাসপাতাল বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

- ✓ মানুষের সামনে জঙ্গিবাদ, মানুষ হত্যা, মাদক, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে জুমার খুতবায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনার মাধ্যমে সাধারন মুসল্লী এবং জনসাধারনকে এসকল ঘৃণ্য, গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়;
- ✓ হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অসহায় দুস্থ জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা প্রদান;
- ✓ আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (র:) ওয়াক্ফ এস্টেট কর্তৃক রমজান মাসে ৩০০ (তিনশত) এতেকাফকারীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ✓ তাছাড়া, হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াক্ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম; পাগলা মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম :

- অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রচারণামূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রচারণামূলক এবং সেবামূরলক কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

৬) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ✓ "মুজিব শতবর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে:
- ✓ তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ✓ ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদীহিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ওয়াক্ফ ভবনে সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে;
- ✓ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ওয়াক্ফ প্রশাসনে আগত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং মোতাওয়াল্লী ও বৃত্তিভোগীদের শরীরে তাপমাত্রা ইনফারেড থার্মোমিটারের মাধ্যমে প্রতিদিন পরীক্ষা করা হয়। যাদের শরীরের তাপমাত্রা বেশী পাওয়া যায় (৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর উর্ধ্বে) তাদেরকে বাসায় থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- ✓ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয় একইসাথে স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিষয়গুলি চলমান প্রক্রিয়া এবং নিয়মিত মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে। সারাদেশ হতে ওয়াক্ফ প্রশাসনে আগত মোতাওয়াল্লী/বৃত্তিভোগীদের মধ্যেও বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে।

- ✓ ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রধান কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাগণ নিয়মিত হাত ধোয়ার জন্য সাধারণ Wash Room গুলোতে Wall Mounted Dispenser এর মাধ্যমে হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার এবং হ্যান্ড ড্রায়ার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ✓ ওয়াক্ফ ভবনের এবং ভবনের আশেপাশে পরিষ্কার রাখার জন্য সার্বক্ষনিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। ভবনের বাথরুম প্রতিদিন জীবানুনাশক দ্বারা পরিষ্কার রাখা হয়। প্রতিটি করিডোর নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং সৌন্দর্য বর্ধন হিসেবে চারা গাছ লাগানো হয়েছে। সকলকে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ওয়াক্ফ প্রশাসন ডিজিটাইজেশন

- ✓ ১৬৩৫৩ টি তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ✓ ওয়াক্ফ প্রশসানের ওয়েবপেইজের সাথে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজের লিংক স্থাপন;
- ✓ প্রধান কার্যালয়ে স্বল্পপরিসরে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু করা;
- ✓ ২০১৯ সাল হতে ডিজিটাল হাজিরার প্রবর্তন;
- ✓ নিরাপত্তা ও মনিটিরিং এর জন্য প্রধান কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।

তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেট সমূহের ডাটাবেইজ

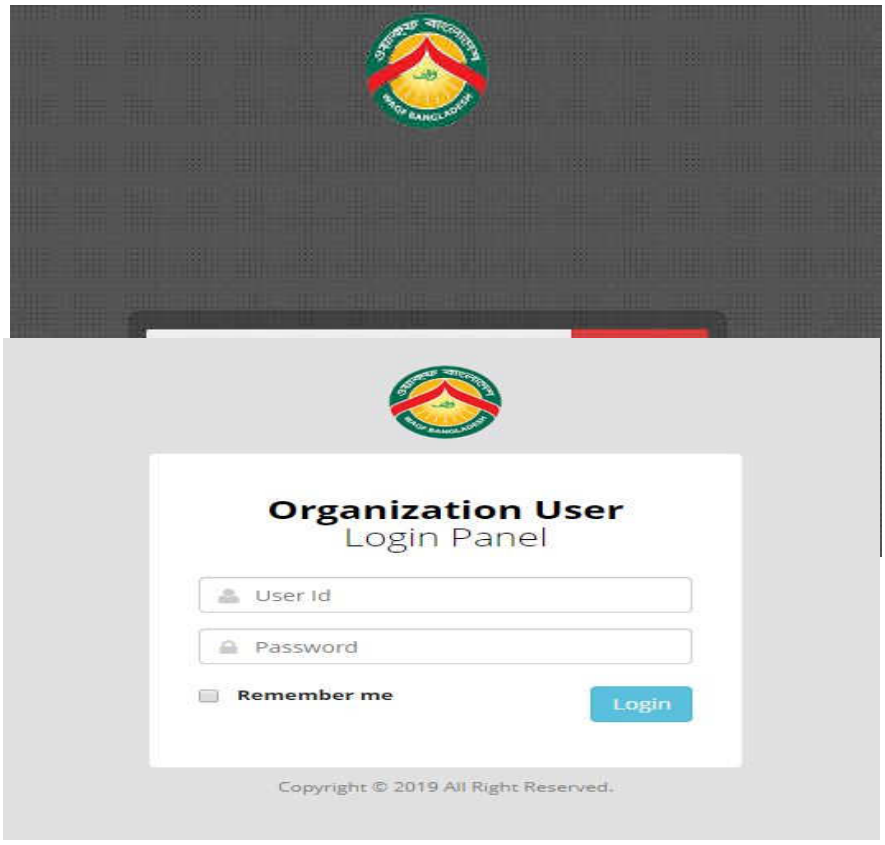

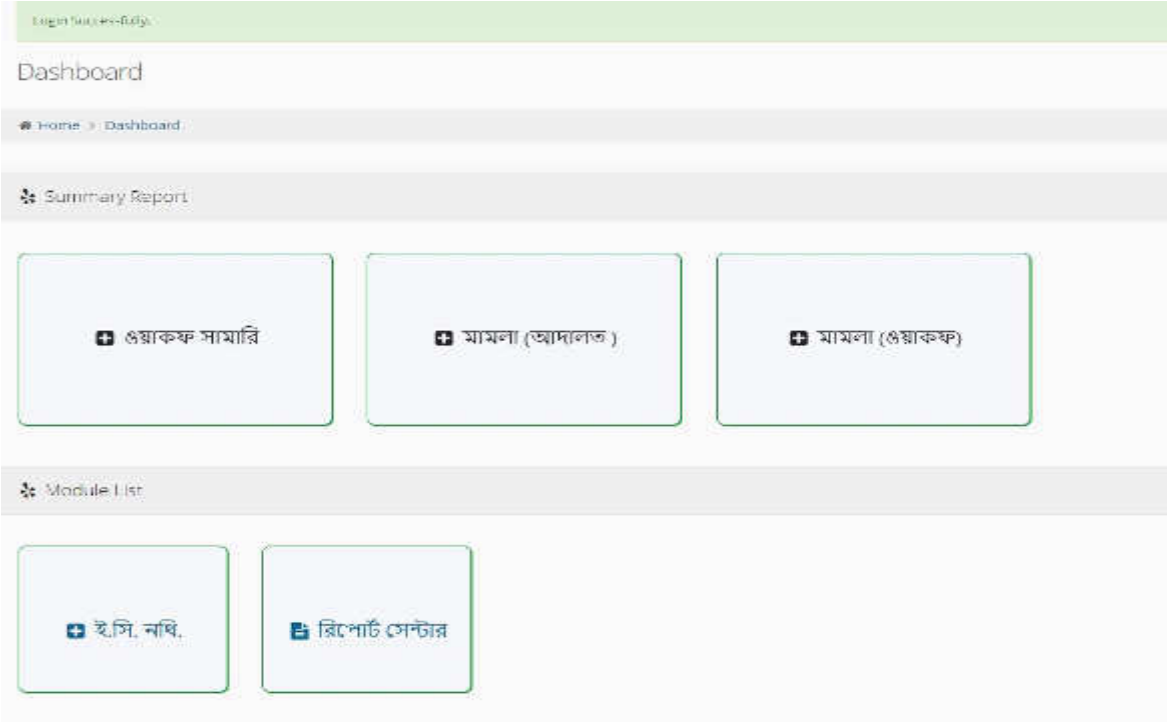

ডাটাবেইজ এর ড্যাশবোর্ড

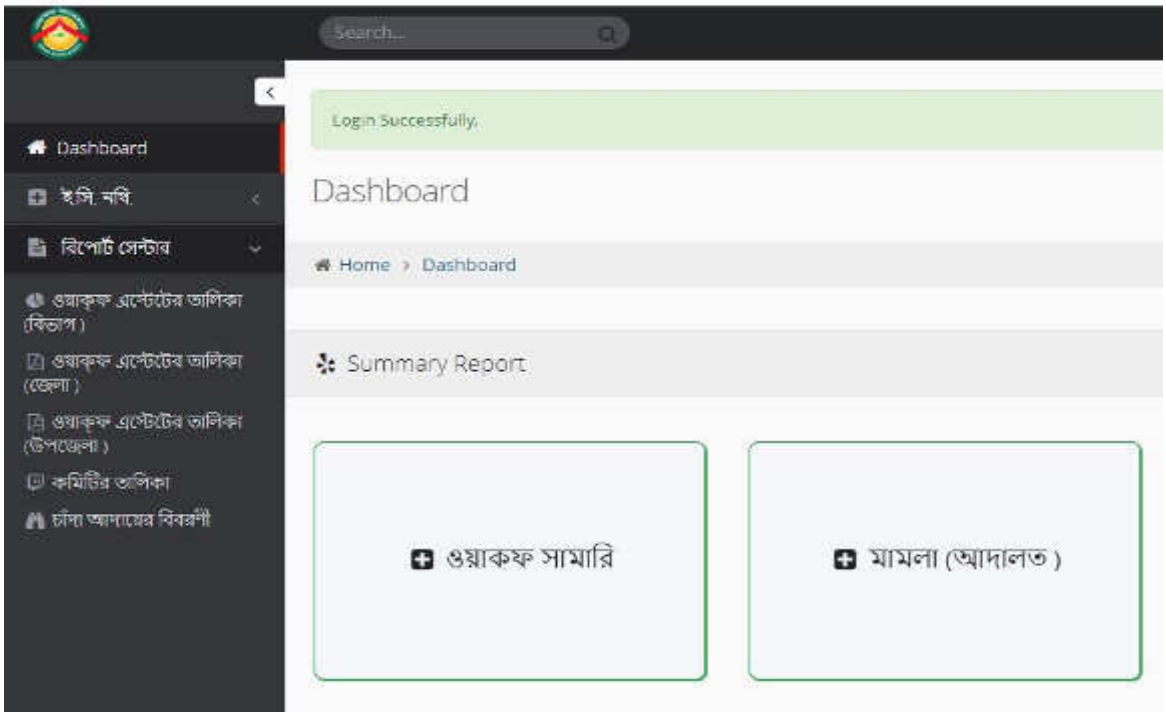

৭) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা :

- জরিপের মাধমে চিহ্নিত ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ তালিকাভূক্তকরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ;
- LED Panel এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সচিত্র প্রদর্শন;
- নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন;
- শূন্য পদসমূহ পূরণ;
- জেলা পর্যায়ে ওয়াক্ফ প্রশসানের নিজস্ব ভবন স্থাপন।

১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা

হজ অফিসের পরিচিতি

১৯৫১ সালে চট্রগ্রামস্থ পাহাড়তলীতে পোর্ট হজ অফিস স্থাপন করা হয়। শুরুতেই পোর্ট হজ অফিসটি পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস্ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাত্র শুরু করে। পরবর্তীতে কালক্রমে ১০টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়ে সর্বশেষ ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সন পর্যন্ত চট্রগ্রামে সমুদ্রপথে এবং ঢাকায় অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে আকাশপথে হজযাত্রী প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালে পোর্ট হজ অফিসের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হজ অফিস' নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে হজ অফিস চট্রগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকায়

স্থায়ী হজক্যাম্প না থাকায় হজ অফিসটি ১৯৮৯ হতে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর এবং নাবাবকাটারায় ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে হজকার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হজযাত্রীদের আবাসন, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সুবিধাসহ ঢাকার বিমানবন্দরস্থ আশকোনায় ৫ একর সম্পত্তির উপর স্থায়ী হজক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। এ হজক্যাম্পে স্থায়ী হজ অফিস, ঢাকা এর কার্যক্রম ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে এ ক্যাম্প থেকে হজ-অপারেশন চলমান রয়েছে।

রুপকল্প (Vision): হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিশ্বমানে উন্তিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission): তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বান্ধব আধুনিক উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

হজ অফিস, ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী হলেন পরিচালক। এ পদে সরকারের যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত। হজ অফিসের পরিচালক সরকারের হজনীতি বাস্তবায়নের মূখ্য কর্মকর্তা। অফিসের প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার সহকারী হজ অফিসার, ১১ জন তৃতীয় শ্রেণি এবং ০৭ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর হজ মৌসুমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১ জন কর্মচারী তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী, অস্থায়ী ও ৩মাস মেয়াদী মৌসুমি কর্মকর্তা এবং কর্মচারি মিলিয়ে হজ অফিসের মোট জনবল ৪১।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Stratigic Objectives)

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রা এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ওয়েবসাইট হজকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান;
- আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ও ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের হজক্যাম্প, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- হজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপন;
- প্রাপ্ত কোটানুয়ায়ী হজযাত্রীদের নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ;
- হজযাত্রী ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ;
- হজযাত্রীদের ভিসা সংগ্রহ ও হজে প্রেরণ।

কার্যাবলি (Functions)

- বৈধ হজ এজেন্সির সাথে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন;
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ্ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ, ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান;
- হজে গমণেচ্ছুদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- হজযাত্রীদের পিআইডি প্রদান, আইডি কার্ড ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ;
- হজযাত্রী, হজগাইড, হজ এজেন্সি ও অন্যান্য ষ্টেক হোল্ডারদের প্রশিক্ষণ;
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাকরণ;
- হজযাত্রীদের টিকা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান;
- হজ বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি;
- হজ তথ্য সেবায় কল সেন্টার স্থাপন;
- সৌদি আরবে মোনাজ্জেমের তথ্য প্রেরণ;
- বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল প্রস্তুত।

হজ প্রতিবেদন ২০১৯

- বাংলাদেশ বিমান ও সৌদিয়া যোগে আগত সর্বমোট হজযাত্রী ১,২৭,১৫২ জন (ব্যবস্থাপনা সদস্য সহ);
- আগত বিমান ও সৌদিয়ার সর্বমোট ফ্লাইট সংখ্যা ২৬৫টি।
- এ বছর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয় ১০ আগস্ট, ২০১৯ রোজ শনিবার
- সর্বমোট ইস্যুকৃত হজযাত্রীর ভিসার সংখ্যা ১,২৬,৭১১টি;
- অনলাইনে হেলথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে ১,২৭,২৯২ জন হজযাত্রীর;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির সংখ্যা ৫৯৮টি
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট হজযাত্রীর সংখ্যা ১,২৬,৯২৩ জন
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার প্রথম ফ্লাইট ০৪ জুলাই, ২০১৯
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার শেষ ফ্লাইট ০৫ আগস্ট, ২০১৯
- হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট ১৭ আগস্ট, ২০১৯
- হজযাত্রীদের শেষ ফিরতি ফ্লাইট ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার।

- জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৫০৫৭৫৬৯

হজ অফিস ঢাকার কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্রঃ

১. ই-হজ/ই-ভিসা সম্পর্কে হজ এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ

হজ এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধিগণের ই-হজ সিস্টেমের উপর হজ অফিস, আশকোনায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

উক্ত প্রশিক্ষণে ই-ভিসা প্রিন্টিং এবং ভিসা লজমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়।

২. হজের প্রস্তুতিমূলক কাজের প্রারম্ভিক পর্যালোচনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় হজ অফিস ও হজ কল সেন্টার পরিদর্শন

৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে হজের প্রস্তুতিমূলক কাজের প্রারম্ভিক পর্যালোচনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম হজ অফিস, ঢাকা পরিদর্শন করেন। তিনি আসন্ন হজের যাবতীয় প্রস্তুতি

গ্রহণের জন্য হজ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় সচিব মহোদয় হজ কল সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হোন।

৩. ২০১৯ খ্রি: সনের সরকারি ব্যবস্থাপনার ১ম ফ্ল্যাইটের হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন

সরকারি ব্যাবস্থাপনার প্রথম ফ্লাইটের হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন সভফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই ফ্লাইটটি রুট্ টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর অন্তর্ভুক্ত। ইমগ্রেশণ নিয়ে বিড়ম্বনার দূর করার জন্য ২০১৯ সালে রুট টু মক্কা ইনশিয়েটিভ চালু করা হয়। এ সময় তৎকালীন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ ইমিগ্রেশন পরিদর্শন ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

৪. হজযাত্রীদের মেডিক্যাল প্রোফাইল ইলেক্টৌনিক পদ্ধতিতে তৈরির প্রশিক্ষণ

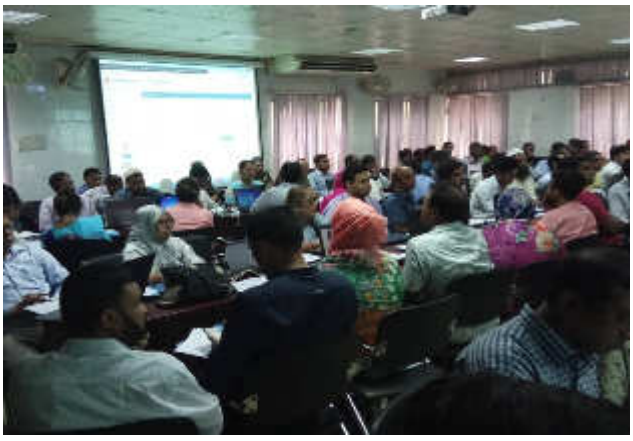

১৩/০৬/২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের হজযাত্রীদের মেডিক্যাল প্রোফাইল ইলেক্টৌনিক পদ্ধতিতে তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

৫. হজযাত্রীগণ হাজি ক্যাম্পে প্রবেশ ও ইমিগ্রেশনের প্রস্তুতি

হজে যাওয়ার উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হজযাত্রীগণ অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে হাজি ক্যাম্পে উপস্থিত হচ্ছেন। ইমিগ্রেশনের পূর্বে হজযাত্রীগণ তাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছেন এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। হজযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, স্কাউটস টীম ও আঞ্জুমানে এ খাদেমুল হজ। হজযাত্রীদের সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবয়ান করছেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা।

৬. হজ অফিস ঢাকায় আয়োজিত হজ প্রশিক্ষণে হজযাত্রীগণকে দিক নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হজ অফিস ঢাকায় হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। হজ অফিস ঢাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা। তিনি এ সময় হজযাত্রীদের সুন্দরভাবে হজ পালনে বিমানে ভ্রমন, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ময়দানে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করেন।

৭. কি-ওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রীদের রিপোর্টিং

সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে রিপোর্টিং টাইম জানানো হয় এবং রিপোর্টিং টাইম অনুযায়ী হজযাত্রীগন কি-ওস্ক মেশিন থেকে তাদের প্রোফাইল প্রিন্ট করে তাদের রিপোর্টিং সম্পন্ন করেন। হজযাত্রীগণ কি-ওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্টিং করায় ফ্লাইট অনুযায়ী রিপোর্টিং করা এবং রিপোর্টিং না করা হজযাত্রীদের তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। রিপোর্টিং না করা হজযাত্রীদের পরবর্তীতে আবার রিপোর্টিং এর SMS পাঠানো হয়।

১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা

হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ মন্ত্রণালয়, বাড়ি ও বাড়ির মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর (হজ) এর কার্যালয় হজ অফিস জেদ্দায় কনসুলেট জানারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর (হজ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হত। এতে অহেতুক সময় ও অর্থের অপচয় হত। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ অফিসেরও হজ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

১০.৪.১ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল

বাংলাদেশের হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমণ করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া “Route to

Makkah Initiative" চালুর মাধ্যমে সৌদি আরব পর্বের ইমিগ্রেশন এদেশে সম্পন্ন হওয়ায় হজযারীদের কষ্ট লাঘব হচ্ছে।

১০.৪.২ বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি

বেসরকারী এজেন্সিগুলো জাতীয় হজনীতি ও সরকার ঘোষিত হজপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য হজ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হজযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ কার্যক্রম সহজ করা ও বর্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২৪০ টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬ টি হজ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

১০.৪.৩ হজযাত্রীদের আবাসন

হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিয়মকে দূর করে বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০.৪.৪ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

হজ ব্যবস্থানায় গুনগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

১০.৫ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

রূপকল্প: (Vision)

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য(Mission) :

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:(Functions)

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠমোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৬.০১.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় বক্তব্য রাখছেন মননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি

(ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে প্রায় ১৫০০টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ১২০০ জন অসচ্ছল ব্যক্তিকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীল প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২ কোটি টাকা দেশের প্রায় ৮,০০০টি পূজা মন্ডপে প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেখা রানী গুণকে অনুদানের চেক হস্তান্তর করতে দেখা যাচ্ছে

(খ) প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে চাহিদা মোতাবেক সর্বশেষ ৪৯২ টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব প্রেরণ।

(গ) ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২০ দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নিচ্ছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্যরা

(ঘ) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ ট্রাস্ট কার্যালয়ে উদযাপন ও সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনার আয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

(ঙ) আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ।

(চ) অন্যান্য কাজ: হিন্দু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে হঠাৎ ঘটে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কাজ করে থাকে।

শাল্লায় ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় কালে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, সি.ভাইস-চেয়ারম্যান ও সচিব

সরকারি ছুটি হিন্দু পর্ব নির্ধারনে ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সভা

<u>মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:</u>

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে

এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটির ভূমিকা অনন্য। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে গত জুন ২০২১ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি নতুনভাবে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রকল্পের অর্জন :

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। যা প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

* ডাটাবেজ :

প্রকল্পের একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর ডাটাবেজ রয়েছে। ডাটাবেজে ২০১৮ সাল থেকে শুরু করে প্রকল্পের সকল তথ্য যেমন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, আর্থিক কার্যক্রম, দাপ্তরিক বিষয়াদী ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বর্তমানে পেপারলেস অফিস স্থাপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা এ প্রকল্পে ডাটাবেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রকল্পের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

* সনাতনী জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন :

মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পে প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক ও গীতা শিক্ষার ৬৪৫০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান, সনাতনী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য যে সকল সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রকল্পটি সনাতনী জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমে মন্দিরের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। সর্বোপরি সরকারের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের একটি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র

* স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার :

প্রকল্পের কার্যক্রমের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথা-মন্দিরের অবকাঠামো উন্নয়ন, সাউন্ড সিস্টেম প্রদান, শিক্ষার্থীদের পোষাক, খেলাধুলার উপকরণ ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধাদী প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে মাধ্যমে প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য সাউন্ডবক্স গ্রহণ

* অনলাইন/জুন প্লাটফর্মে কার্যক্রম সম্পাদন :

বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের সকল কাজ অনলাইনে সম্পাদন করার সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের ৬,৪৫০ জন শিক্ষককে ইতোমধ্যেই জুম প্লাটফর্মে সংযক্ত করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তাদেরকে সংযুক্ত করে সভা করা হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয় সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা ও অন্যান্য বিশেষ সভা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসহ সকল কাজ সরকারের এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

* নারীর ক্ষমতায়ন :

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পে ৬৪৫০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মোট শিক্ষকের মধ্যে ৫৪৩৩ জন (৮৪.২৩%) মহিলা এবং ১০১৭ জন (১৫.৭৭%) পুরুষ শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নে বিরাট ভুমিকা পালন করছে।

* উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালকের দুরদর্শিতায় গৃহিত হয়েছে। এ সকল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মধ্যে নির্ধারিত সুর ও ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্্গীতার শ্লোক পাঠ, বিভিন্ন দেব দেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ, দলগতভাবে অনুষ্টুপ ছন্দে গীতা পাঠ, প্রকল্পের ব্রান্ড/প্রার্থনা সংগীতে সুরারোপ, গীতা পাঠের কাঠামো প্রণয়ন ও অনুশীলন, গীতা শিক্ষা সহায়িকা প্রণয়ন, ধর্মীয় শিক্ষায় সনাতনী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তথা গীতা চর্চাকে সহজ করার লক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন প্রকাশ এবং সর্ব সাধারণের মাঝে তা বিতরণ উল্লেখযোগ্য।

* প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম :

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা মনিটরিং ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা মনিটরিং কমিটি রয়েছে। এ সকল কমিটি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানপূর্বক প্রকল্পের কাজকে গতিশীল করতে সহায়তা করছে। প্রকল্পের সার্বিক কাজ মনিটরিং এর জন্য সরেজমিনে জেলা কার্যালয় পরিদর্শনের পাশাপাশি অনলাইনে/জুম প্লাটফর্মে নিয়মিত প্রকল্পের সকল কর্তাকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোভিডকালীন সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন কম থাকায় প্রতি সপ্তাহে একবার সমন্বয় সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সকল সভায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের একটি অফিস গ্রুপ ম্যাসেঞ্জার রয়েছে যেখানে সম্পাদিত কাজের হালনাগদ তথ্য আপলোড করা হয়। সকল কাজ মনিটরিং এর জন্য প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

* হোম ভিজিট কার্যক্রম :

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ করোনাকালীন সময়ে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে কেন্দ্র বন্ধ থাকলেও প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম থেমে নেই। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনায় ও জেলা কার্যালয়ের তদারকীতে শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে হোম ভিজিট করছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে পাঠের কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে।

একজন শিক্ষিকার হোম ভিজিট

* সমবেত প্রার্থনা : প্রকল্প পরিচালকের দূরদর্শীতায় প্রকল্পের একটি সর্বজন গৃহিত প্রার্থনার কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে মন্দির প্রাঙ্গনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সমবেত প্রার্থনা পরিচালনা করা হয়। এ প্রার্থনায় দেশ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনায় ¯্রষ্টার আনুগত্য লাভের জন্য প্রার্থনা পরিচালিত হয়। সমবেত এ প্রার্থনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও মন্দির কমিটির অংশগ্রহণ মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত সকল সনাতনীদের আত্মিক বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে।

* প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শতভাগ সম্পাদন :

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ০১/০৭/২০১৭ তারিখ শুরু হয় এবং ৩০/০৬/২০২১ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত সকল কাজ যেমন- শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, কর্মশালা, জাতীয় সম্মেলন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, প্রশিক্ষণ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থীর পুরস্কার বিতরণ, বার্ষিক ক্রীড়া ও গীতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, জেলা মনিটরিং সভা, উপজেলা মনিটরিং সভা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের সভা ইত্যাদি ইতোমধ্যে শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে, যা সর্বমহলে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে।

সর্বোপরি, সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশনের আলোকে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পটি আরো সুদুরপ্রসারী ও বিস্তৃত পরিসরে এগিয়ে যাক এটাই সকলের প্রত্যাশা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কর্মশালা-২০২১

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও মন্দির কমিটি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী দানশীল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন দান ও অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান হচ্ছে। গীতা শিক্ষাকেন্দ্র এ প্রকল্পের ০১ টি বিশেষ আকর্ষণ। পিছিয়েপড়া সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও নৈতিকশিক্ষার প্রসার ও উজ্জীবিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহিত এ উদ্যোগ বিশেষ প্রসংশার দাবী রাখছে।

সর্বোপরি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং উন্নত জাতিগঠনে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্প;

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প-এ ২০২০-২১ অর্থসালে মোট ৬৯০৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৪১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ব্যয় হয় ৬৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে ৫০১টি, জেলা পর্যায়ে ৪১টি এবং মহানগর পর্যায়ে ০২ টি মোট ৫৪৪টি মন্দিরের নির্মাণ কার্য ১০০% সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসক, মন্দির কমিটির সদস্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত মন্দিরের নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। উলেখ্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প পরিচালক বরিশাল, ভোলা, যশোর, সাতক্ষীরা, জামালপুর এবং চট্রগ্রামে অবহিতকরন সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রকল্পে কর্মরত দু'জন নির্বাহী প্রকৌশলী দেশের বিভিন্ন স্থানে অত্র প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণকৃত মন্দিরসমূহ পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ঝালকাঠীর একটি মন্দির

"ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

শুরু জুলাই ২০২০ খ্রি .খ্রি ২০২৩এবং সমাপ্তি জুন .প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা নির্ধারন করে গত ২৯ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারির মাধ্যমে ২০২০.১১.এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১/জন পুরোহিত ২১৬,সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির জনবল নিয়োগের কাজ চলছে।

❖ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মীয় পুরোহিত ও সেবাইতদের হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধতি, ভূমি আইন আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, সামাজিক মূল্যবোধ, কৃষি ও বনায়ন, গবাদি পশুপালন এবং খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪১,২১৬ জনের দক্ষতা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পুরোহিত দর্পণ ও গীতা বই বিতরণ করা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকায় প্রধান কর্যালয়সহ ১৮টি জেলা অফিস প্রতিষ্ঠা করা;
- পুরোহিত ও সেবাইতদের মাধ্যমে সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মাদক, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করা এবং আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলা।

নতুন প্রকল্প পরিচালক শিখা চক্রবর্তীকে ট্রাস্ট কার্যালয়ে ফুল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে

২০২০-২১ অর্থবছরে কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নতুন পদ সৃজন করা না হলে ট্রাস্ট সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন –

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন:৯৬৬৮০৪৫, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
ই-মেইল: proshantok1970@gmail.com

২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ আবেদন করেনি বিধায় কাউকে কেনো তথ্য তথ্য প্রদান করা হয় নি।

১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা । দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুন:প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনার দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। বিগত ২২/০৩/২০২১খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপনের (নং-১৬.০০.০০০০.০০৪.০৬.১১১.১৯-১২৫) মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হয়:

ক্রম	নাম	পদবি স্বাক্ষর
০১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
০২.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন মাননীয় সংসদ সদস্য-৩ (ঠাকুরগাঁও-৩)	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-১
০৩.	বেগম আরমা দত্ত মাননীয় সংসদ সদস্য-৩১১ (মহিলা আসন-১১)	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২
০৪.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পিএইচ.ডি সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি (পদাধিকার বলে)
০৫	জনাব সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৬.	জনাব দয়াল কুমার বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৭.	মিসেস রুপনা চাকমা (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি

০৮.	জনাব দীপক চাকমা (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
০৯.	জনাব মং ক্য চিং চৌধুরী (বান্দরবান পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
১০.	জনাব খে মংলা রাখাইন (বরগুনা জেলা)	ট্রাস্টি
১১.	এড. দীপংকর বড়ুয়া পিন্টু (কক্সবাজার জেলা)	ট্রাস্টি
১২.	জনাব ডালিম কুমার বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি

স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

২. রূপকল্প: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

৩. অভিলক্ষ্য : দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ ।

৪. ট্রাস্টের ২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৫ হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৪.১ বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামতের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৭ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৭ লক্ষ টাকা বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

৪.২ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে ।

২০২০-২১অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ২(দুই) কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে

প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

৪.৩ অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে অবস্থিত অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায়গৃহীদের চিকিৎসা জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩ জনকে (অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু) চিকিৎসার জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৫ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ''**শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান**'' উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

প্রতিবছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা** উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২১ উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট "বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশ্ব শান্তি" শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

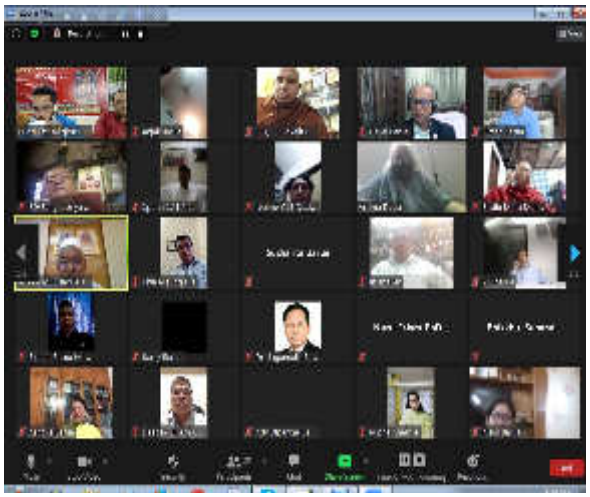

৪.৬ জাতীয় দিবস উদযাপন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে।

এছাড়া এসব দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপাসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

৪.৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৭/০৩/২০২০খ্রি: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০০তম জন্মবার্ষিকী এবং ১৭/০৩/২০২১খ্রি: তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে এবং ২৬শে মার্চ, ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম-জীবন ও ধর্মীয় সম্প্রীতি উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান" আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় । উক্ত আলোচনা সভায় বৌদ্ধ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পারলৌকিক শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

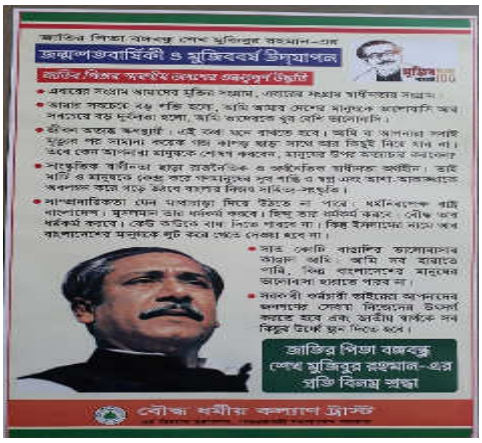

এছাড়া, দেশের জেলা ও উপজেলার সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পারলৌকিক শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

এছাড়াও, বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক, ছবি ও প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বর্পূণ ভাষণ এর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সম্বলিত পোস্টার প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

৪.৭ দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৪.৯ বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান।

এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। নিয়মিতভাবে ট্রাস্টের উদ্যোগে ''সপ্তপর্ণী'' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, "বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২১" উপলক্ষে ট্রাস্টে কার্যক্রম সম্বলিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটি সচিত্র পুস্তিকা এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

৪.১০ ওয়েবসাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের ''রূপকল্প -২০২১'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (*www.brwt.gov.bd*) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

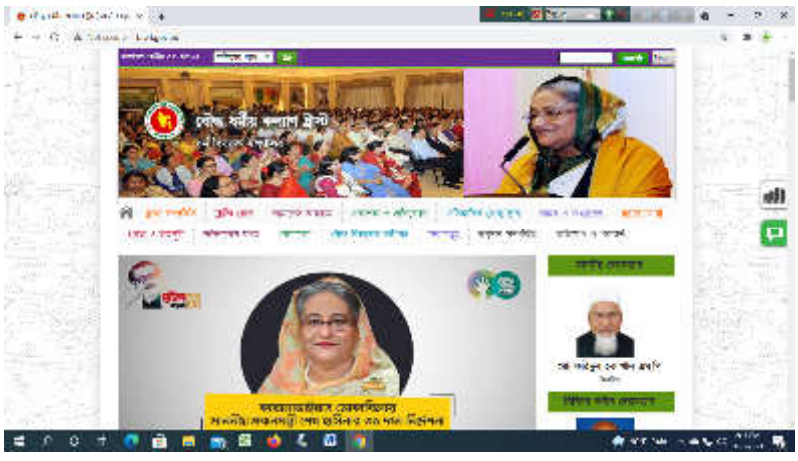

৪.১১ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প''বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে এক বছর বৃদ্ধি করা হয় যা চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৩০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

এ প্রকল্পের শিক্ষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে শিশুর সার্বিক বিকাশে প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরত্ব এর উপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অংশগ্রহণ

৪.১২ বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

৪.১৩ অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১। কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিবৃত্তঃ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ইহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা, যা পরিচালনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

২। বোর্ড অব ট্রাস্টিঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৬.০১.২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ১২ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি, সিনিয়র-ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আরেং, এমপি, এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, এমপি, ভাইস-চেয়ারম্যান ডঃ নমিতা হালদার, এনডিসি, ট্রাস্টি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: নূরুল ইসলাম, পিএইচডি, ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং, জনাব বাবু মার্কুস গমেজ, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার, জনাব পিউস কস্তা এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও।

৩। অনুদান প্রদানঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ৫০টি চার্চকে মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ, মাটিভরাট, কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য সর্বমোট ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এরছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে শুভ বড়দিন উপলক্ষে ৩০৪টি চার্চকে ১,৬২,০৫,০০০/- (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ পাঁচ হাজার) টকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪। **মুজিববর্ষ উদযাপনঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ-সহ দেশের বিভিন্ন চার্চ/উপসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বটমলী হোমস্ এবং ২টি দুস্থ ও পুর্ণবাসন কেন্দ্রে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিশেষ প্রার্থনা শেষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সহস্রাধিক খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহনে কেক কাটা অনুষ্ঠান করা হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন এলাকার চার্চসমূহে বৃক্ষরোপন কর্মসুচী পালন করা হয়।

৫। জাতীয় দিবস উদযাপনঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

৬। বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন-২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানঃ প্রতি বছরের ন্যায় শুভ বড়দিন-২০১৯ উপলক্ষে ২৫ শে ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই আয়োজনে বঙ্গভবনে অতিথি তালিকা প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কোভিড-১৯-এর কারণে বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।

৭। প্রশিক্ষণ প্রদানঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিবর্তনশীল সমাজে যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় ৩২০ জন ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেছেন।

৮। জাতীয় অনুষ্ঠানে পালক/পুরোহিত পবিত্র বাইবেল পাঠক নিয়োগঃ/খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করার জন্য পালক/পুরোহিত/বাণীপাঠক প্রেরণ করা হয়েছে।

৯। **অন্যান্যঃ** এছাড়াও উল্লেখিত সময়কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় দেশের খ্রিস্টান সমাজের সাধারণ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ট্রাস্ট সর্বদা সচেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

শুভ বড়দিন-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে গণভবনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান

১৫ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়

১৭ মার্চ-২০২০ খ্রিস্টাব্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ঢাকার তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা শেষে আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও

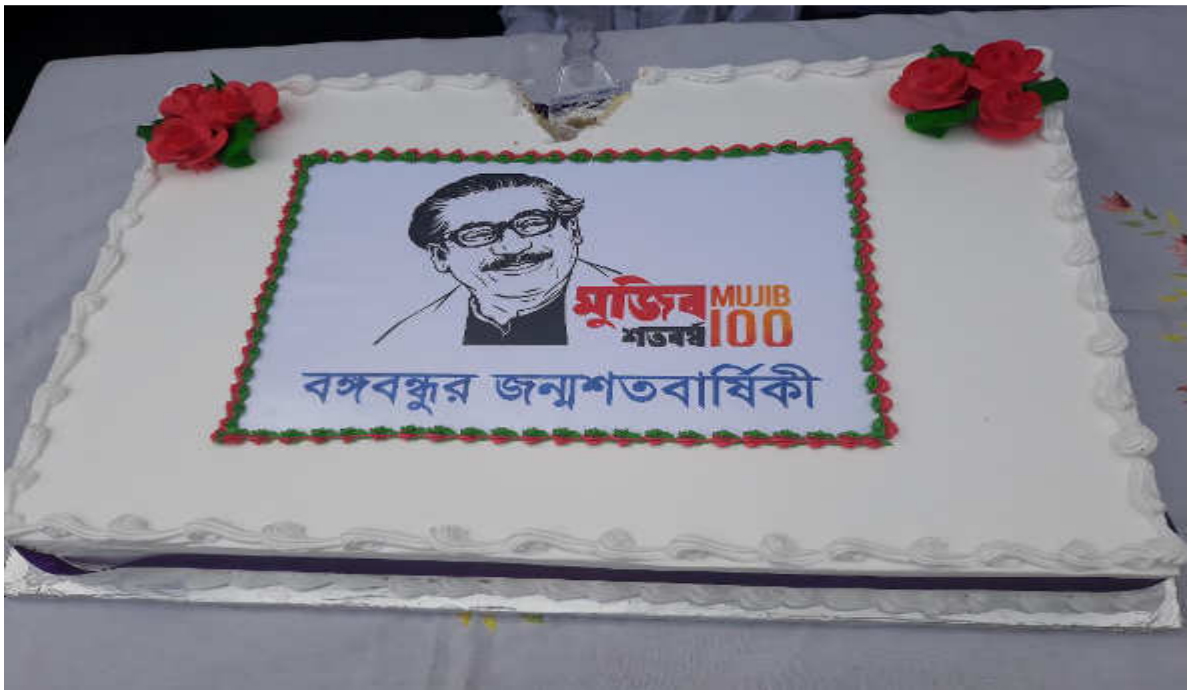

১৭ মার্চ-২০২০ খ্রিস্টাব্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ঢাকার তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চের সম্মুখে জন্মদিনের কেক।

১৭ মার্চ-২০২০ খ্রিস্টাব্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ঢাকার তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের নিয়ে কেক কাটা হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ফাদার সুব্রত বি. গমেজ, ট্রাস্টিগণ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

২৬ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ঢাকার সাভারে রাজাসনস্থ বিসিআর সেন্টারে ছাত্র-যুবাদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংগ্রহণকারীদের একাংশ

২৬ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ঢাকার সাভারে রাজাসনস্থ বিসিআর সেন্টারে ছাত্র-যুবাদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংগ্রহণকারীদের একাংশ

১১ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদীখান থানাধীন শুলপুরে সাধু যোসেফের গীর্জা অডিটরিয়ামে ছাত্র-যুবাদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংগ্রহণকারীদের একাংশ

১১ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদীখান থানাধীন শুলপুরে সাধু যোসেফের গীর্জা অডিটরিয়ামে ছাত্র-যুবাদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংগ্রহণকারীদের একাংশ

অনুদানের চেক বিতর করছেন ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ড. নমিতা হালদার, এনডিসি'সহ অন্যান্য ট্রাস্টিবৃন্দ

অনুদানের চেক বিতরণ করার পূর্বে ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং বক্তব্য রাখছেন। উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ড. নমিতা হালাদার, এনডিসি, ট্রাস্টিবৃন্দ এবংবিভিন্ন চার্চের পক্ষে চেক গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমাগত পালক-পুরোহিত ও প্রতিনিধিগণ

অনুদানের চেক বিতরণ করার পূর্বে ভাইস-চেয়ারম্যান ড. নমিতা হালাদার, এনডিসি বক্তব্য রাখছেন। উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টিবৃন্দ এবংবিভিন্ন চার্চের পক্ষে চেক গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমাগত পালক-পুরোহিত ও প্রতিনিধিগণ

১৬ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টের ২১তম বোর্ড সভায় সম্মানিত চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি বক্তব্য রাখছেন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টিবৃন্দ

১৬ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টের ২১তম বোর্ড সভায় সম্মানিত চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি বক্তব্য রাখছেন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টিবৃন্দ

১১.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ

১১.১ অনুন্নয়ন বাজেট

মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন) ২০২০-২১

মঞ্জুরি নং-৩২

১৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায়

দায়যুক্ত পরিচালন ব্যয় :	**০**
অন্যান্য পরিচালন ব্যয় :	**২৪৬,৮০,০০**
সর্বমোট ব্যয় :	**২৪৬,৮০,০০**

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
	সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
১৩৫০১০১	**সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	৫,০০,০০	১১,৪৮,০০	১১,৪৮,০০
১৩৫০১০২	হজ অফিসসমূহ	২২.১২	২২,৭৬	২২,২৬
	মোট-সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	৫,২২,১২	১১,৬৯,৭৬	১১,৬৯,২৬
	মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	৫,২২,১২	১১,৬৯,৭৬	১১,৬৯,২৬

১১.২ উন্নয়ন বাজেট

১৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মঞ্জুরি নং-৩২

সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় –আবর্তক :	৬২২,৫৮,০০
সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় –মূলধন :	৮০২,৪১,০০
সর্বমোট ব্যয় :	**১৪২৪,৯৯,০০**

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সংস্থা	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুযায়ী মোট ব্যয়			
৩৫০১	সচিবালয়	১৪২৪,৯৯,০০	১৫৮৯,৪৫,৯৮	১০৭৪,৪৭,০০
	মোট-সচিবালয় :	১৪২৪,৯৯,০০	১৫৮৯,৪৫,৯৮	১০৭৪,৪৭,০০
৩৫০৫	**সায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান**			
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৬৯৮,৩৩,০০	১৪৬২,৫২,০০	৮৭১,২৯,০০
	হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট	১৪৩,৪৮,০০	১১৭,৮৮,৯৮	৬২,০০,০০
	বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট	৩,৬৮,০০	৩,৩৭,০০	৩,৩২,০০
	মোট-সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান :	**৮৪৫,৪৯,০০**	১৫৮৩,৭৭,৯৮	৯৩৬,৬১,০০
	মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	**২২৭০,৪৮,০০**	৩১৭৩,২৩,৯৬	**২০১১,০৮,০০**

১২। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা :

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১১১১৬
ই -মেইল- anwar27info@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.mora.gov.bd

১৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মো :সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ই-মেইল- moragovbd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.mora.gov.bd

১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, পদবি, ফোন:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর
	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৮১৭১২০৮ (সংসদ) ৯৫৭৪০০৪ , ৯৫১৪১২২ মন্ত্র)ণালয়(
১.	জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫১৪১১০
২.	মো: রেজওয়ান-উল-ইসলাম	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৭৬৩৫০
৩.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন	সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫৭৬৩৪৮
৪.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-
৫.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পিএইচডি	সচিব	৯৫১৪৫৩৩
৬.	জনাব মোঃ যুবায়ের	সচিবের একান্ত সচিব (সহকারী সচিব :সি)	৯৫৭৪০১১
৭.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫১৪৫৩৩
৮.	জনাব গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর	যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ)	৯৫১৫৫৪৩
৯.	জনাব মোমফিজ উদ্দিন :	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন) অতিরিক্ত সচিব , এর দপ্তর	৯৫১২২৬০
১০.	মু: আ: আউয়াল হাওলাদার	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)	৯৫৪০১৫১
১১.	জনাব মোঃ হাতেম আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (:উ) এর দপ্তর	৯৫৪০১৫১
১২.	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার	অতিরিক্ত সচিব হজ)অনুবিভাগ(	৯৫৭৬৩৫৪
১৩.	জনাব ফাতেমা তুজ জোহরা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (হজ অনুবিভাগ(	৯৫৭৬৩৫৪
১৪.	জনাব মো: আলতাফ হোসেন চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব সংস্থা ও আইন)অনুবিভাগ(	৯৫১২২৩৯
১৫.	জনাব মো: নায়েব আলী মন্ডল	যুগ্মসচিব বাজেট ও অনুদান)অনুবিভাগ(	৯৫৫৯৪৬৭
১৬.	জনাব মো শরাফত জামান :	যুগ্মসচিব (হজ অধিশাখা(	৯৫৪৬৫৮৯
১৭.	জনাব মো: রবিউল ইসলাম	যুগ্মসচিব বাজেট)ও হিসাব অধিশাখা(	৯৫৪০১৬৩
১৮.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম	উপসচিব (সংস্থা ও আইন এবং হজ অধিশাখা)	৯৫৬৫০১৯
১৯.	জনাব মোসাখাওয়াত হোসেন :	উপসচিব উন্নয়ন)অধিশাখা(	৯৫৭৬৬৬০
২০.	জনাব মোসাখাওয়াৎ হোসেন :	উপসচিব)প্রশাসন অধিশাখা(	৯৫৪৫৭৩৮
২১.	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার	উপসচিব সমন্বয় ও সংস্কার)অধিশাখা(	৯৫৪৫৭৩৭
২২.	জনাব ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক	উপসচিব (অনুদান ও অডিট অধিশাখা)	৯৫৭৭২৩৮
২৩.	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন	উপসচিব (হজ-১ শাখা)	৯৫৪৬৫৯০
২৪.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	৯৫৪০১৬৫
২৫.	জনাব এস ,মনিরুজ্জামান .এম.	সিনিয়র সহকারী সচিব (শাখা ২-হজ)	৯৫৪৬৫৯১

২৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সিনিয়র সহকারী সচিব সমন্বয়) শাখা ও সংস্কার শাখা(	৯৫৪০৫৮৯
২৭.	জনাব মোমোস্তফা কাইয়ুম :	সিনিয়র সহকারী সচিব (অনুদান শাখা)	৯৫৪০১৪৭
২৮.	জনাব মোশিব্বির আহমদ উছমানী :	সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থা-২ শাখা)	৯৫৪৫৩০৬
২৯.	জনাব আজম উদ্দীন তালুকদার	সহকারী সচিব (আইন শাখা ও অডিট শাখা)	৯৫৪৬৬৮১
৩০.	জনাব মো :তফিকুল ইসলাম	সহকারী সচিব (শাখা ১-সংস্থা)	৯৫৪৫৩০৬
৩১.	জনাব মহঃ আব্দুর রশিদ মোল্লাহ	সহকারী সচিব -ও প্রশাসন ১-প্রশাসন)২ শাখা(	৯৫৪০১৬৪
৩২.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	৯৫৪০১৬৫
৩৩.	জনাব মোঃ ইমামুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	৯৫৪০১৬৫
৩৪.	জনাব মাসুদ আলম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব শাখা)	৯৫৪০৬০৪

আওতাধীন দপ্তরসংস্থা/

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম	পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল
১.	জনাব ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান	মহাপরিচালক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	ফোন: ৮১৮১৫১৬ ই-মেইল: dg_if@yahoo.com
২.	জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ	ওয়াক্ফ প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব)	বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৪৯৩৫৭৬৮২ ই-মেইলঃ abdullahsazzad67@gmail.com
৩.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	পরিচালক (উপসচিব)	হজ অফিস, ঢাকা, হজ ক্যাম্প, আশকোণা, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৮৮+-৮৯৫৮৪৬২ ইমেইলঃ hajjofficeashkona@gmail.com
৪.	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	কাউন্সেলর (হজ) (উপসচিব)	বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা	ফোনঃ +৯৬৬৫০৪৩২১৫২৬ ইমেইলঃ missionhajj@gmail.com
৫.	জনাব ড. দিলীপ কুমার ঘোষ	সচিব (উপসচিব)	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই পরিবাগ, রমনা, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৯৬৭৭৪৪৯ ই-মেইলঃ hindutrustbd@ymail.com
৬.	জনাব জয়দত্ত বড়ুয়া	সচিব	বৌদ্ধ মন্দির, অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৭২৭২৬৪৭ ই-মেইলঃ brwt2010@gmail.com
৭.	জনাব নির্মল রোজারিও	সচিব	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮২ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৯১১৪২৯৬ ই-মেইলঃ crwt09@yahoo.com